বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০১, পৌষ-মাঘ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯

এ সংখ্যায়

- প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ স্কাউটসের অভিনন্দন
- ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস
- কলোত্তীর্ণ জীবনী গ্রন্থ
- ভাঙনের গল্প ও একজন ওসমান তাঁতী
- শতবর্ষ রোভার মুটের স্মৃতি!
- তথ্য-প্রযুক্তি
- খেলা-ধুলা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ ■ সংখ্যা ০১
পৌষ-মাঘ ১৪২৫
জানুয়ারি ২০১৯

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মোঃ এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মাদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
probangladeshscouts@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

সময়ের প্রবাহমানতায় আমরা পার হয়ে এলাম আরো একটি বছর ২০১৮। দিন পঞ্জিকায় নতুন স্বপ্ন ও নতুন আশা নিয়ে এলো একটি নতুন বছর ২০১৯।

পাওয়া-না পাওয়া, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অভিজ্ঞতায় নব নব সাফল্যের সম্ভাবনায় নতুন বছর শুরুর এই শুভ লগ্নে অগ্রদূত পরিবারের পক্ষ থেকে অগ্রদূতের পাঠক, লেখক, গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন দাতাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শুভ নববর্ষ ২০১৯ !!

সময় এখন বাংলাদেশের। স্বাধীনতার ৪৮তম বছরে বাংলাদেশ এখন ক্ষুধা, দারিদ্র, বিমোচনে সারা বিশ্বে রোল মডেল। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, রপ্তানী, বৈদেশিক মুদ্রা আয় ও রিজার্ভ, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ সকল ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আজ অন্যদের জন্য অনুকরণীয়।

গত একাদশ জাতীয় নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করতে যাচ্ছে-আওয়ামী লীগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশ আরো দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে, মানুষের জীবন নিরাপদ হবে ও জীবনমান আরো উন্নত হবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ স্কাউটসের অভিনন্দন	৩
ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস	৪
আত্মকথা	৫
কলোত্তীর্ণ জীবনী গ্রন্থ	৭
ঐতিহ্যে পাবনার তাঁতশিল্প	৮
ভাঙনের গল্প ও একজন ওসমান তাঁতী	৯
শতবর্ষ রোভার মুটের স্মৃতি!	১০
স্মার্ট হতে যে ১০টি কাজ ভুলেও করবেন না	১৩
তথ্য-প্রযুক্তি	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : Sudden tour to Khoiyachora Waterfall	২৫
খেলা-ধুলা	২৬
স্বাস্থ্য কথা	২৭
ছড়া-কবিতা	২৮
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	২৯
স্কাউট সংবাদ	৩০
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ স্কাউটসের অভিনন্দন

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে টানা তৃতীয়বারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হল।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করায় ২ জানুয়ারি গণভবনে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়। অভিনন্দনের শুরুতে কাব স্কাউটের সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। কাব স্কাউটদের শুভেচ্ছা জানানোর পর স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। এরপর রোভার স্কাউট এর সদস্যগণ প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সর্বশেষে সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সহ-সভাপতি মোঃ সোহরাব হোসাইন, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস সালাম খান, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ প্রধানমন্ত্রীর হাতে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ঘোষিত ২৯৮ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট পায় ২৮৮টি আসন। বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট পায় ৭টি আসন এবং ৩টি আসনে বিজয় লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

ইতিহাস

ইংরেজি নববর্ষের ইতিহাস

কিভাবে এলো পহেলা জানুয়ারিঃ
জানুয়ারির ১ তারিখে নববর্ষ উদযাপন করার রীতিকে মোটামুটি নতুনই বলা চলে। কারণ বেশীদিন হয় নি যখন থেকে এই তারিখ সর্বজনীনভাবে নববর্ষ হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছে। এই রীতিটি এসেছে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হতে যেখানে বছরের শুরু হয় জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে। বিশ্বের যেসকল দেশ এই ক্যালেন্ডারকে সিভিল ক্যালেন্ডার হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা সবাই ইংরেজি নববর্ষ পালন করে থাকে। তবে অনেক দেশই ক্যালেন্ডারটি গ্রহণ করার পূর্বে নববর্ষের রীতিটি গ্রহণ করেছে। যেমন, ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ড এবং ১৭৫২ সাল থেকে ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড এবং ব্রিটিশ কলোনিগুলো নববর্ষের রীতি অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু তারা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের সাথে পরিচিত হয় ঐ বছরের সেপ্টেম্বরে।

বিভিন্ন সূত্রমতে, আধুনিক বিশ্বে নববর্ষ হিসেবে পহেলা জানুয়ারিকে প্রচলিত করার ব্যাপারে "রিপাবলিক অফ ভেনিস" (দেশটি ১৭৯৭ সালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ তারা ১৫২২ সাল হতে এ দিনকে বছরের প্রথম দিন হিসেবে গণনা করতে শুরু করে। এরপর ১৫৫৬ সালে স্পেন, পর্তুগাল; ১৫৫৯ থেকে প্রুশিয়া, সুইডেন; ১৫৬৪ তে ফ্রান্স; ১৭০০ সাল হতে রাশিয়া এই রীতি অনুসরণ শুরু করে।

ব্যতিক্রমঃ
ব্যতিক্রম সব জায়গাতেই আছে। যেমনঃ ইসরায়েল। এই দেশটি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে থাকলেও ইংরেজি নববর্ষ পালন করে না। কারণ বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী অযিহুদী (non jewish) উৎস হতে উৎপন্ন এই রীতি পালনের বিরোধিতা করে থাকে।

আবার কিছু কিছু দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে গ্রহণ করে নি। যেমনঃ সৌদি আরব, নেপাল, ইরান, ইথিওপিয়া এবং আফগানিস্তান। এসব দেশও ইংরেজি নববর্ষ পালন করে না।

পেছনের ইতিহাসঃ
প্রথম রোমান ক্যালেন্ডারটি ছিলো চন্দ্রকেন্দ্রিক এবং এতে মাস ছিলো দশটি। এই ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের প্রথম মাসটি ছিলো মার্চ। তাই তখন মার্চের ১ তারিখকে বছর শুরুর দিন হিসেবে উদযাপন করা হতো। ৭০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমের রাজা নুমা পম্পিলিয়াস এই ক্যালেন্ডারে নতুন দুটি মাস যুক্ত করেন জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি। এরপর Roamn Consul-এর ইচ্ছানুযায়ী বছরের প্রথম মাস মার্চ হতে জানুয়ারিতে পরিবর্তন করা হয়। তবে জানুয়ারির ১ তারিখকে নববর্ষ হিসেবে চালু করতে বেশ সময় লাগে। এটি প্রথম চালু হয় ১৫৩ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে, রোমে। তখন এটি অনিয়মিতভাবে পালিত হতো। কারণ তখনো বিভিন্ন স্থানে জনগণ মার্চের ১ তারিখকে নতুন বছরের প্রথম দিন হিসেবে ব্যবহার করতো। কিন্তু ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে রোমসম্রাট জুলিয়াস সিজার যখন সূর্যকেন্দ্রিক "জুলিয়ান ক্যালেন্ডার" চালু করেন, তখন জানুয়ারির ১ তারিখকেই নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

মূলত তখন থেকেই এই রীতি ছড়িয়ে পড়ে।

বিতর্ক
মধ্যযুগের ইউরোপে চার্চ কর্তৃক জানুয়ারির ১ তারিখ নিয়ে শুরু হয় হাঙ্গামা। এটি একটি প্যাগানীয় এবং অখ্রিস্টান কৃষ্টি বলে রব উঠে। জের হিসেবে Counsil of Tours কর্তৃক ৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পহেলা জানুয়ারিকে নববর্ষের প্রথম দিন হিসেবে বর্জন করা হয়। মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান অধ্যুষিত ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে যীশুখ্রিষ্টের জন্মদিনের দিন (২৫ ডিসেম্বর) কিংবা পহেলা মার্চ বা ২৫ মার্চ (যেদিন স্বর্গদূত গ্যাব্রিয়েল কুমারী মেরীকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন, তিনি ঈশ্বরপুত্রের জন্ম দিতে যাচ্ছেন) অথবা ইস্টার সানডের দিনকেই বেছে নেওয়া হয়েছিলো বছর শুরুর দিন হিসেবে।

পহেলা জানুয়ারি পুনরুদ্ধারঃ
ইউরোপের কাহিনীর পরও ছাড়া ছাড়া ভাবে পহেলা জানুয়ারিতে উদযাপিত হচ্ছিলো নববর্ষ। তবে এই ছাড়া ছাড়া ভাব দূর করে স্থায়ীভাব আনার জন্য ১৫৮২ সালে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার জানুয়ারির ১ তারিখকে আবারো বছরের প্রথমদিন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। ১৫৮২ সালে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী কর্তৃক সংশোধিত "জুলিয়ান ক্যালেন্ডার"ই গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার হিসেবে পরিচিত। সাথে সাথেই অধিকাংশ ক্যাথলিক দেশ গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারকে সিভিল ক্যালেন্ডার হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। কিন্তু প্রোট্যাস্টান্ট দেশগুলো একে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে।

অন্যান্যঃ
নিউ ইয়ার রেজ্যুলেশনঃ এই বিষয়টি পাশ্চাত্য বিশ্বে একটি প্রচলিত ব্যাপার হলেও ইদানীং প্রায় সব জায়গাতে পালন করতে দেখা যায়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী প্রথা যেখানে ব্যক্তি আত্ম-উন্নয়নের জন্য নববর্ষের দিন বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে।

অন্যান্যঃ চেজ রিপাবলিক, ইউনাইটেড কিংডম, স্পেন, ইতালি ইত্যাদি দেশে পহেলা জানুয়ারিকে "National Holiday" হিসেবে পালন করা হয়।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

আমি সামরিক বাহিনী থেকে পদত্যাগ করলাম। মহামান্য সম্রাট আমাদের অগ্রগতিতে তাঁর আগ্রহ দেখাতে লাগলেন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল ১৯১০ সালের ৫ মে তারিখে বিকেল তিনটা থেকে চারটার মধ্যে বাকিংহাম প্রাসাদে হাজির হওয়ার জন্য। সম্রাট উইন্ডসরে একটি স্কাউট সমাবেশ করার জন্য আমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

আমি যখন হাজির হলাম তখন তাঁর সঙ্গে মার্কুইস ডি সোবেরাল অবস্থান করছেন। আমি পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকলাম। সোবেরাল বেরিয়ে চলে গেলে একজন রাজকর্মচারী এসে আমাকে বললেন যে, আগামী জুনে তিনি উইন্ডসর গ্রেট পার্কে বয় স্কাউটদের একটি সমাবেশ করতে চান।

আমার পরিদর্শনের পরপরই সে বিকেলে লর্ড ইসলিংটন নিউজিল্যান্ডের গভর্ণর হিসেবে তাঁর নিয়োগের জন্য সম্রাটের হস্তচুম্বন করলেন। কুইন্সল্যান্ডের এজেন্ট জেনারেল স্যার টমাস রবিনসন সেদেশের সরকারের পক্ষ থেকে একটি সোনার কালিদান সম্রাটকে উপহার দিলেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী শেষ সরকারি ব্যক্তি। খোলা দরজা দিয়ে আমি সেসব শুনলাম।

পরের দিন সম্রাটের শরীর খুব খারাপ থাকলেও জোর করে উঠলেন এবং পোশাক পরলেন। তিনি স্যার আর্জেস্ট ক্যাসেলকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। মহামান্য সম্রাটের ঘোড়া 'উইচ অব এয়ার' সেদিন কেম্পটন পার্কে বিজয়ী হয়েছে। তিনি খুশির সঙ্গে শোওয়া অবস্থায় খবরটি শুনলেন। কিন্তু বিকেল বেলায় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তাঁকে বিছানায় শোয়ানো হল। তিনি রাত ১১-৪৫ মিনিটে মারা গেলেন।

রাজা এডওয়ার্ড যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন মহামান্য ডিউক অব কনট পরিপূর্ণভাবে তার সমর্থন জানালেন। সেই শুরুর দিকে এর সম্ভাবনা দেখে তিনি আন্দোলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন এবং তখন থেকেই সর্বান্তকরণে তা সমর্থন করে আসছেন।

রবার্টস, লর্ড রোজবেরি, লর্ড গ্রে, এডমিরাল লর্ড চার্লস বেরেসফোর্ড প্রমুখ প্রখ্যাত লোকদের কাছ থেকে আমি উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র পেয়েছি। তবে সবচেয়ে উদ্দীপনামূলক অভিজ্ঞতা ছিল আমার মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অনুমোদন ও পরামর্শ। তিনি একজন শিক্ষাবিদ ছিলেন। তিনি আমার সব স্বপ্নের মধ্যে স্কাউটিংকেই সবচেয়ে সম্ভাবনাময় বলে দেখেছিলেন।

রাজা এডওয়ার্ড উইন্ডসর পার্কে স্কাউট কার্যক্রম পর্যালোচনার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, রাজা জর্জ তা বাস্তবায়িত করলেন। আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা তিনি অহরহ বলতেন।

আন্দোলনের উন্নয়ন

স্কাউট আন্দোলনের শুরুটা এ রকমই ছিল। এর পরবর্তী ইতিহাস ও সমৃদ্ধির কথাই কে ওয়েডের 'টুয়েন্টিওয়ান ইয়ার্স অব স্কাউটিং' বইয়ে পুরাপুরি বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধ

আন্দোলনের বয়স তখনও খুব কম। মাত্র ছয় বছর। তখন যুদ্ধ শুরু হল। কিন্তু আন্দোলন তখনও সতেজ। বালকেরা তখন সাঠক চেতনায় সমৃদ্ধ এবং দেশের সেবার জন্য আগ্রহী। পুরুষ ও মহিলারা এগিয়ে এলেন স্কাউট মাস্টারদের স্থান গ্রহণ করার জন্য। স্কাউট মাস্টাররা তখন যুদ্ধে চলে গেছেন। যেখানে কেউ এগিয়ে আসেন নি সেখানে জ্যেষ্ঠ বালকেরা নিজেরা দলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করল এবং দল চালাতে লাগল।

রোভার

যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে সাড়ে সতের বছরের ওপরের স্কাউটদের জন্য আন্দোলনের জ্যেষ্ঠ শাখা চালু করা হল। নাম দেওয়া হল

রোভার। এই শাখাটি কর্নেল ইউলিক ডি বার্গ-এর পরিচালনায় ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করল এবং বিরাট চাহিদা পূরণে অঙ্গীকার প্রকাশ করল। তারপর আমি একটি বই লিখলাম– নাম দিলাম 'রোভারিং টু সাকসেস'। এ বইয়ের প্রথমে যা লিখলাম তা তাতে লিখলাম। 'আমার কাছে খারাপ লাগে যখন দেখি কোনো লোক মারা যাওয়ার সময় তিনি তাঁর সারা জীবনের সাফল্যের মাধ্যমে যা অর্জন করেছিলেন তা সঙ্গে নিয়ে যান। তিনি তাঁর পুত্র বা ভাইকে রেখে যান নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তা পুনরায় অর্জন করার জন্য। তিনি কেন তাঁর অর্জন রেখে যেতে পারেন না– যার জ্ঞান নিয়ে পরবর্তীরা শুরু করতে পারেন এবং উচ্চতর যোগ্যতা অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারেন।' আমি এ বইয়ে যুবসমাজকে তাদের জীবনের অভিযাত্রায় যেসব শীলার সম্মুখীন হয়ে সে সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছি। সেসব শীলা একত্র করলে সাধারণত যা হয় তাহল ঘোড়া, মদ, নারী, প্রতারক ও ধর্মহীনতা। তারপর বইয়ে রোভার সংগঠনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে– সেটা অপরের আনন্দময় সেবার ভ্রাতৃত্ববোধ।

'রোভারিং টু সাকসেস' বই স্কাউটিং ফর বয়জের মত না হলেও সীমাহীন প্রতিদান দিয়েছে। বইটি বিপুল সংখ্যক যুবককে ব্যক্তিগত ও গোপনীয় বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখতে উদ্দীপ্ত করেছে।

আমি চিঠিগুলো অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে বিবেচনা করেছি এবং আমার সর্বোত্তম সাধ্যানুসারে নিজে সেসবের জবাব দিয়েছি। বয়ঃসন্ধির বালকদের জন্য এমন উপদেশ যে কত দরকার সে ব্যাপারে এ বই তাদের চোখ খুলে দিয়েছে। তাদের অনেকেই ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, তাদের অজ্ঞ রাখা হয়েছিল এবং বাবা-মা বা যাজকের কাছে জিজ্ঞেস করতে তারা লজ্জাবোধ করত। বইটি পড়ে তারা আমার কাছে এসছে সহানুভূতি লাভের জন্য।

এ ধরনের অনেক মানবিক বিষয় সোজাসুজি অনেকের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করেছে। এর জন্য আমি দেখে পরম বিস্মিত হয়েছি যে, তারা আমাকে পিতা বলে আমার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছে। আমি তাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। তবুও আমি তাদের বিশ্বাসকে মেনে নিলাম।

গিলওয়েল

১৯১৯ সালে মি. ডি বোইস ম্যাকলারেন এপিং ফরেস্ট সংলগ্ন তাঁর গিলওয়েল পার্ক এস্টেট আমাদের সমিতিকে উপহার দিলেন। তাঁর ধারণা ছিল লন্ডনের কাছাকাছি গরিব ছেলেদের জন্য সহজে পৌঁছানো যায় এমন একটি শিবিরবাসের জায়গা দেওয়া।

কিন্তু সেখানে কিছু উপযুক্ত পাকা ভবন থাকায় আমার পরামর্শমত সেখানে স্কাউট মাস্টারদের প্রশিক্ষণ স্কুল স্থাপন করা উচিত হবে। আমি আন্দোলনের উন্নয়নের জন্য সেটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে গ্রহণ করলাম।

প্রধানত এই স্কুল ও তার পাঠ্যক্রমকে ধন্যবাদ যে এর মাধ্যমে স্কাউট পদ্ধতি সম্পূর্ণ বুঝে ওঠা এবং চর্চা করা সম্ভব হল যা শুধু যুক্তরাজ্যে নয়, বিশ্বের সব দেশে। অনেক বৈদেশিক রাষ্ট্র তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে গিলওয়েল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং তারা নিজের দেশে ফিরে গিয়ে একই পদ্ধতির সংগঠন গড়ে তুলেছে।

প্রশাসন

১৯২০ সালের মধ্যে বিশ্বের বেশির ভাগ উন্নত দেশ স্কাউটিং গ্রহণ করে নেয় এবং সাধারণত আমাদের দেশের আদর্শে তাদের প্রশাসন গড়ে তোলে। এই ব্যাপক সম্প্রসারণের প্রেক্ষিতে প্রশাসনকে যথাসম্ভব বিকেন্দ্রীকরণ করার দরকার হয়ে পড়ে। রাজকীয় সদর দফতর বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

বিট্রিশ ↔ বৈদিশিক (↔) উপনিবেশ
প্রশিক্ষণ– বিদেশের অফিসারদের জন্য।
উপকরণ
জাতীয় সমিতি
উলফ কাব
প্রকাশনা
অর্থ
রোভার
সী স্কাউট

এসব বিভাগ এক একজন প্রধান দ্বারা পরিচালিত হত। কাজের জন্য তাঁর থাকত বিশেষ যোগ্যতা। তিনি স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতেন।

আন্তর্জাতিক সমৃদ্ধি

যুদ্ধের পর লন্ডনে বিশ্বের স্কাউটদের একটা বিশাল সমাবেশ করা হল। স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে বিশ্বের জাতিগুলোকে একত্রিত করা এবং শান্তির সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য।

এটা র‍্যালি থেকে বড় বলে এর নাম দিলাম জাম্বুরি। আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয় 'একে কেন এ নামে ডাকা হয়।' আমার জবাব হল, 'আর কোন নামে একে ডাকা যায়?'

এই জাম্বুরি অনুষ্ঠিত হল অলিম্পিয়াতে এবং তা দশ দিন স্থায়ী হয়। প্রায় বিশ হাজার বালক তাতে হাজির হয়েছিল। এ উপলক্ষে বিদেশ থেকে অনেক বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিল।

আশাতীতভাবে এ সমাবেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আমরা আগে তা বুঝতে পারি নি বলে জনতার জন্য স্থান সংকুলান করতে পারি নি। এতে আমাদের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে আমরা প্রচুর সুখ্যাতি লাভ করেছি।

শেষ দিনে বিদেশের সকল প্রতিনিধি একত্র হয়ে আমাকে বিশ্বের প্রধান স্কাউট নির্বাচন করলেন। এটি ঘোষণা করা হল একটি চমৎকার মিছিলের মাধ্যমে– যেখানে সবাই নিজ নিজ জাতীয় পোশাক পরিধান করে নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকা বহন করছিল। কুচকাওয়াজটি ছিল অত্যন্ত চমৎকার। ব্রিটানিয়া ও কলামবিয়ার প্রতিনিধি হিসেবে দুজন রাজকীয় মহিলা সামনে থেকে এক নাটকীয় আবহের সৃষ্টি করেছিল। আমাকে বলা হল তাদের সঙ্গে পেছনে পেছনে যাওয়ার জন্য।

ময়দান ঘুরে মিছিল চলার মাঝে একজন আমেরিকান বালক আমার জন্য একটি বাঁকা চেয়ার নিয়ে সামনে এগিয়ে এল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এটা কি জন্য? সে বলল এটা বসার জন্য। আমি তখনই তাতে বসে পড়লাম।

অনুষ্ঠানের প্রধান এবং মার্শালরা বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে এলেন এবং চেয়ারসহ বালকটিকে উৎখাত করলেন। মনে হল আমি বুঝি সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছিলাম। বালকের এই কাজটি অবৈধ উপস্থাপনা বলে বিবেচিত হল। সে আমার জন্যই চেয়ারটি বাঁকা করেছিল। ভেবেছিল উপহার দেওয়ার এটাই চমৎকার সুযোগ।

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

কলোত্তীর্ণ জীবনী গ্রন্থ

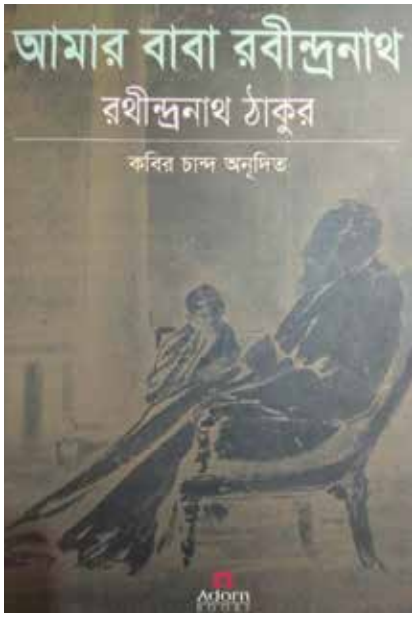

শৈশবে, কৈশোরে কিংবা যৌবনে নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কবিতা, গল্প, ছড়া, ছোট গল্প কিংবা উপন্যাস পড়েননি এমন বাঙালী মানুষ বোধ হয় খুব কমই আছেন। রবীন্দ্র রচনা পাঠ করতে গিয়ে তাঁর যাপিত জীবন সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠা পাঠকের সংখ্যাও নেহাত কম নয় । কবির এই সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনের পাশাপাশি-পারিবারিক, বৈবাহিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে যাঁরা কৌতুহলী তাঁদের জন্য সুখপাঠ্য একটি অনুবাদ গ্রন্থ "আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ"। মূল বইটির নাম হলো "ON THE EDGES OF TIME"। বইটির রচয়িতা রবি ঠাকুর এঁর দ্বিতীয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুষ্প্রাপ্য এই বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক কবির চান্দ।

বইটির ভেতরের কভারে লেখা রয়েছে, বিখ্যাত বাবাদের নিয়ে সন্তানদের স্মৃতিকথা দুর্লভ নয়। কিন্তু রবীন্দ্রপুত্র রথীন্দ্রনাথ যত দীর্ঘকালব্যাপী পিতাকে কাছ থেকে দেখেছেন, এমনটি আর কোনো সন্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। প্রায় ৫০ বছর তিনি পিতার সঙ্গেই ছিলেন, সময়ের দাবিতে এ বই কেবল পুত্রের স্মৃতিকথা নয়, বরং খুব কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো মহীরুহের অবয়ব উন্মোচন। রবিজীবনের অনেক অনুন্মোচিত দিক অনেক অজ্ঞাতপূর্ণ তথ্য জানা যাবে এই বই থেকে।

সারাজীবন মৃত্যুর পর মৃত্যুর ঘা সওয়ার পরও কবি কেমন করে স্থির থাকলেন, এত বিপুল রচনা রেখে যেতে পারলেন! ১৯১২ সালের ইংল্যান্ড সফর কীভাবে বদলে দিয়েছিল কবির জীবন? গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি কেমন করে হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সেটা পাওয়াই বা গেল কেমন করে? কেমন ছিল ঠাকুরবাড়ির প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্র আর গগনেন্দ্রদের শিল্পীজীবন। এমনকি আমরা জানতে পারব এ বই থেকে রবীন্দ্রনাথের কেমন প্রিয় ছিল পতিসর, শিলাইদহ, শাহ্জাদপুরের নৈসর্গিক দৃশ্য, পদ্মার পৌরুষজাত উদ্দামতা আর রুপালি ইলিশ। বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব, কর্ম, আবেগ, নিরাভরণ জীবনের অন্তর্ধুর অনেক বাঁক উন্মোচিত হয়েছে এ গ্রন্থের পরতে পরতে, যা নাও দেখা যেতে পারে অনেকের নিবিড়ভাবে লিখিত আত্মজীবনীতেও।

যথারীতি গ্রন্থটি শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশ পরিচিতি দিয়ে এরপর ঠাকুর পরিবারের নতুন শিশু, জোড়াসাঁকোর সেই বিখ্যাত বাড়ি দিয়ে তরতর করে ছোট ছোট অধ্যায়ে এগিয়ে যায় গ্রন্থের কলেবর। কিন্তু এরপর আর বিবর্তনের সূত্র না মেনে নানারকম ছোট ছোট ঘটনা, বর্ণনা, বাবার লেখালেখি, পদ্মা নদী, হিমালয় যাত্রা, আমেরিকা দর্শন, ইউরোপ ভ্রমণ, পতিসর, শান্তি নিকেতনে এসে থিতু হওয়া ইত্যাদি এই গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক দিক।

বেশ অনেকগুলো চিত্রাবলি ও আলোকচিত্র গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। মূল বইয়ের অন্তর্ভুক্ত চিত্রাবলির সঙ্গে অনুবাদগ্রন্থেও সংযোজিত হয়েছে অনেকগুলো ছবি। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সী ছবি, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, অবনীন্দ্র, গগনেন্দ্রসহ রবীন্দ্রনাথের বিদেশী প্রখ্যাত লেখক আর ব্যক্তিত্বদের ছবি, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাইজার লিং সুলোলিনি ও গান্ধীজীর সঙ্গে তোলা আলোকচিত্রগুলো মূল বইয়ে ছিল, সংযোজিত ছবিতে স্থান পেয়েছে স্ত্রী প্রতিমা দেবী অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের স্কেচ, প্রথম সন্তান মাধুরীলতাকে কোলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও মৃণালিনী দেবী শান্তিনিকেতনের পাঠদানের চিত্র, মঞ্চায়িত বিভিন্ন নাটকের দৃশ্য, নোবেল পুরস্কারের মেডেল, প্রশংসাপত্র ইত্যাদি।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে তাঁর নিজ (রথিন্দ্রনাথ) অভিজ্ঞতা ও অভিব্যক্তিও অনেকখানি উঠিয়ে এনেছেন এই গ্রন্থে।

শান্তিনিকেতনের শুরুর দিনগুলো নিয়ে অধিকতর বড় একটি লেখা আছে এ গ্রন্থে। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চিন্তাভাবনার একটি উপযুক্ত স্থান ছিল এই শান্তিনিকেতন। ছিন্নপত্রাবলির অধিকাংশ পত্রই লিখিত হয়েছিল শিলাইদহ ও পতিসরে অবস্থানকালীন। এই অঞ্চলগুলোর নৈসর্গিক দৃশ্য, পদ্মার দুপাড়ের দৈনন্দিন জীবননাট্যের চালচিত্র ইত্যাদি ছিল ছিন্নপত্রাবলির উপজীব্য।

রথীন্দ্রনাথকে ৭৩ বছরের জীবনের প্রায় ৫৩ বছর জগতবিখ্যাত পিতার বিশাল ব্যক্তিত্বের ছাপ বহন করতে হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তাই বাবাকে তুলে ধরতে গিয়ে অনিবার্যভাবে রথীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশও রচিত হয়েছে।

রবি ঠাকুরের তিন ভাই গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র, আর অবনীন্দ্র ছবি আঁকতেন, সেই তথ্যের বিস্তারিত পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের "বাংলাদেশে শিল্প আন্দোলন ও বিচিত্রা ক্লাবের প্রভাব" এ অধ্যায়ে । শিল্পীত্রয়ের সান্নিধ্য, শিল্পচর্চা, শিল্প সমালোচনাই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে শেষ জীবনে চিত্রশিল্পী করে তুলেছিল। 'আমার বাবা রবীন্দ্রনাথ' অনুবাদ গ্রন্থ অন্যতম মূল্যবান অধ্যায় হলো "বাবাকে যেমন দেখেছি"।

বাবা কে নিয়ে কবিপুত্রের কী মূল্যায়ণ-তা জানতে হলে পড়তে হবে বইটি। সুখপাঠ্য, তথ্যপূর্ণ এই অনুবাদ গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে অ্যাডর্ন পাবলিকেশন । প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ । মূল্য ৪০০(চারশত টাকা)। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ছবি অবলম্বনে বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন জোহরা বেগম। (গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাইপো)।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক
অগ্রদূত

ঐতিহ্যে পাবনার তাঁতশিল্প

কাউকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "বাঙ্গালীর এতিহ্যবাহী প্রিয় পোশাক কি?" অধিকাংশই এক নিঃশ্বাসে বলে দেবেন, লুঙ্গী। আরাম, সাশ্রয় আর ঐতিহ্য মিলিয়ে লুঙ্গীর প্রতি ভালোবাসা অটুট রয়ে গিয়েছে আজও। আর লুঙ্গির কথা বলতেই এসে পরে পাবনার কথা। আমরা এই আলোচনায় জানাবো পাবনার তাঁতশিল্প সম্পর্কে।

তাঁতশিল্প অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শিল্প। বাংলাদেশের বৃহত্তম কুটির শিল্প হস্তচালিত তাঁতশিল্প, আর এর স্বর্গ হলো বৃহত্তর পাবনা-সিরাজগঞ্জ। বহুকাল ধরে এটি কৃষির পরেই বহুল প্রচলিত এক শিল্প, যা অনেক মানুষের; বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। বর্তমানে তাঁতশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আছেন প্রায় ১৫ লাখ মানুষ।

তাঁতশিল্পের ইতিহাস

ইতিহাস থেকে প্রচলিত, বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরনো এবং বৃহত্তম শিল্প হলো তাঁত শিল্প। সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে এ অঞ্চলে তাঁত শিল্পের প্রচলন শুরু হয়। শুধু এ অঞ্চলেই নয়, গোটা ভারতীয় উপ-মহাদেশেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে বড় ভূমিকা ছিলো তাঁতশিল্পের। স্বাধীনতার পরে তাঁতশিল্পের উন্নয়নের লক্ষে বাংলাদেশে তাঁত বোর্ড গঠন করা হয় সরকারি উদ্যোগে। নারীদের এবং পুরুষদের কর্মসংস্থানের এক চমৎকার উৎস হওয়ায় বরাবরই তাঁতশিল্প রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর হিসেবে বিবেচিত।

পাবনার তাঁতশিল্প

পাবনা সদর থেকে অদূরেই কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল একটি চমৎকার পরিশ্রমী জনগোষ্ঠী। বর্তমানে বসবাসকারীদের পূর্বপুরুষেরা এখানে লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি আর চাদরসহ রকমারী বস্ত্র তৈরী করতেন, যা উত্তরসূরিদের হাত ধরে আজও চলে আসছে সেই পুরাতন সৌন্দর্য ও শিল্পমান ধরে রেখে। পুরুষ-মহিলা উভয়েই এ শিল্পের সাথে জড়িত। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এখানকার উৎপাদিত পণ্য বিদেশেও রপ্তানী হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। সর্বত্র সমাদৃত এখানকার তাঁত এর মান। বহু যুগ ধরে পাবনা জেলা তাঁতশিল্পের জন্য পরিচিত। পাবনার সুজানগরে এক সময় তৈরী হতো মসলিন। উপনেবেশিক শাসনামলে এই শাড়ি লন্ডনের বাজারে রপ্তানী হতো। বর্তমানে মসলিন কাপড় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁতের অন্যান্য শাড়ি-কাপড়, লুঙ্গি, চাঁদর, গামছা এখনো কিছু তৈরি হয়। ইদানিং পাবনার বেশীর ভাগ তাঁতের কাজ এখন হচ্ছে পাওয়ারলুমে। হস্ত চালিত তাঁত প্রায় হারিয়েই যাচ্ছে বলা যায়। পাবনার দোগাছী, মুজাহিদ ক্লাব (শিবরামপুর), ভাঁড়ারা, জালালপুর, নতুনপাড়া, গঙ্গারামপুর, বলরামপুর, মালঞ্চি, কুলুনিয়া, ছোন্দহ, ছেচানিয়া, জোড়গাছা, সোনাতলা, কাশিনাথপুর, বেড়া উপজেলার কৈটলা, পাটগাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় কোন মতে টিকে আছে কিছু হস্তচালিত তাঁত।

উৎপন্ন পণ্য এবং আয়

দেশের অন্যতম সেরা পাবনার লুঙ্গি এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে রপ্তানী হচ্ছে বিদেশে। বিদেশে অনেক বাংলাদেশি কাজ করছেন। তাদের চাহিদা পূরণ করতেই মালয়েশিয়া, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, বাহারাইন, দুবাই, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্রসহ ২৫ দেশে লুঙ্গি রপ্তানী হচ্ছে। এসব দেশে বসবাসকারী বাঙালিরাই মূলত এ লুঙ্গির ক্রেতা। ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক দেশের লোকজন শখ করে এ দেশের লুঙ্গি কিনেন। এই রপ্তানী থেকে বছরে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা আয় হচ্ছে।

বর্তমান চিত্র

পাবনার তাঁতশিল্প বেশ সংকটে দিন কাটাচ্ছে বর্তমানে। অর্থাভাবে এরই মাঝে বন্ধ হয়ে গিয়েছে প্রায় বেশীরভাগ তাঁত। এতে উৎপাদন ঘাটতি হওয়ায় হাটে বাজারে শাড়ি, লুঙ্গির আমদানি কমে গেছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পে সংকট চলছে। এমন অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁতশিল্প রূপকথার গল্প হয়ে যেতে পারে।

তবে আশার আলো হলো, হালে এ ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। হঠাৎ করেই বৃদ্ধি পেয়েছে বাংলাদেশী কাপড়ের কদর। আর তারই ধারাবাহিকতায় রপ্তানী হচ্ছে পাবনা, সিরাজগঞ্জ আর কুষ্টিয়া এলাকার তাঁতিদের তৈরি নানা ডিজাইন ও রং প্রাচুর্যে ও কারিগরি নৈপুণ্যে ভরপুর সুতি ও সিল্কের দামী শাড়ি।

■ লেখক: ইঞ্জিঃ রায়হান রকি
অগ্রদূত প্রতিনিধি, ঢাকা।

ভাঙনের গল্প ও একজন ওসমান তাঁতী

লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার মোঘলহাট ইউনিয়নের ধরলা নদীর তীর সংলগ্ন তিনটে গ্রাম চর ফলিমারী , নগদ টারীর চর, আর হলো ওসমান তাঁতীর চর। এই তিনটি চর এর সমন্বিত নাম স্কাউটের চর। কেন এই চরের নাম স্কাউটের চর হলো এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে । সে গল্প অন্য একদিন বলব ।

নদীর একূল ভাঙে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা.... কিন্তু প্রকৃতির এই খেলা যে নদী তীরবর্তী জনপদের মানুষদের কতটা বিপন্ন করে তোলে তার মূর্ত প্রমাণ মিলবে এই চরে। সেই গল্পই বলব আজ ।

একজন ওসমান তাঁতী নদী ভাঙন কবলিত এক সহায় সম্বলহীন প্রান্তিক মানুষ। যৌবনে প্রমত্তা ধরলায় সাঁতার কেটেছেন, বাবার সাথে রাত জেগে মাছ ধরেছেন, প্রেয়সী কে নিয়ে ডিঙ্গী নৌকায় ঘুরে বেড়িয়েছেন এপাড়-ওপাড়। যাপিত জীবনে এই ধরলার সাথে যেমন সুখস্মৃতি আছে তাঁর তেমনি তাঁর ঝোলায় আছে নদীর কড়াল গ্রাসে সহায়, সম্বল, জমি, জিরাত সব হারানোর দুঃসহ কথকতা!

একদিন সব ছিল তার। ছিল গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ, জেলের নৌকা, আবাদি জমি, পূর্ব পুরুষের সেই রমরমা তাঁতের ব্যবসা। এগারখানা তাঁত চলতো তাঁর বাহির বাড়িতে । সম্ভ্রান্ত কৃষক বলতে যা বুঝায় আর কি !

বর্ষাকাল! ভরা পূর্ণিমায় পূর্ণ যৌবনা ধরলা নদী। অথৈ জলে টইটম্বুর। নদীটির স্নিগ্ধ রূপ ম্লান হয়ে গেছে মেঘের আড়ালে। প্রচন্ড ঢেউ এর আঘাতে, যে তীরে ওসমান তাঁতীর বসত বাড়ি সেই তীরে লেগেছে ভাঙন। এক রাতে সব গিলে খেয়েছে সেই প্রমত্তা কড়ালগ্রাসী ধরলা! এক রাতেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন ওসমান তাঁতীরা !!

কিন্তু জীবন তো আর থেমে থাকেনা। জীবন চলে জীবনের নিয়মেই। জেগে উঠা চরে আবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেন ওসমান তাঁতীরা। ঐ তিন চরে সর্ব প্রথম বসতির গোড়া পত্তন করেন ওসমান তাঁতী। তাঁর নামেই চরটির নাম হয় ওসমান তাঁতীর চর। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করে আজও জীবনকে নতুন করে সাজানোর স্বপ্ন দেখেন তিনি... তাঁর মুখের মৃদু হাসি জানান দেয় জীবন কত সুন্দর !

ওসমান তাঁতীদের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় দেখে শৈশবে পাঠশালায় পড়া সেই কবিতার লাইন গুলো মাথায় ঘোরপাক খায় বারবার.....

"দৈন্য যদি আসে আসুক,
লজ্জা কিবা তাহে?
মাথা উঁচু রাখিস।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি না চাহে
ধৈর্য্য ধরে থাকিস।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে
ভেঙে উর্ধ্বে দু'হাত বাড়াস।"

■ লেখক: স্কাউটার জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

শতবর্ষ রোভার মুটের স্মৃতি!

স্মৃতিকথা

শুক্রবারের সকাল। ছুটির দিন। ধীর গতিতে চলছিল শরীরটা। মাথায় অগোছালো চিন্তার মধ্যে হঠাৎ মনে হলো- শতবর্ষ ক্যাম্প আবারতো একশ বছর পর। ততোদিনে আমার হাড়ও থাকবেনা! তাহলে কেনো মিস করবো এই রোভার মুট? ঝট করে আড়মোড়া ভেঙ্গে উঠে- দিলাম 'পাঠাও' ভাইকে ফোন। উদ্দেশ্য পিআরএস রি-ইউনিয়নে যোগ দেয়া। এক ঘন্টার কম সময়ে পৌঁছে গেলাম আব্দুল্লাহপুর। সেখান থেকে পাবলিক বাসে গাজীপুর চৌরাস্তা; এরপর বাহাদুরপুর। রোভার স্কাউটদের প্রাণের বাহাদুরপুর।

বাহাদুরপুরের মুল ফটক থেকে রেজিস্ট্রেশন বুথ পর্যন্ত যেতেই লেগে গেল বেশকিছুটা সময়। পরিচিত অগ্রজ আর অনুজদের সাথে সম্মিলন, কুশলাদি বিনিময়, ফটোশেসন ইত্যাদি চললো এরই মধ্যে। অনেকের প্রশ্ন- এতোদিন দেখিনি কেন? কী দেব তার উত্তর?

পিআরএস রি-ইউনিয়নের শুরু থেকেই আয়োজনের সাক্ষী হলাম। অনেক পিআরএস অ্যাওয়ার্ডধারীদের সাথে দেখা হলো। অনেককে প্রথমবারের মত দেখলাম। সব মিলিয়ে রেজিস্ট্রেশন করেছেন ১০৩ জন; একসাথে উপস্থিত ৬৮! এই মর্যাদাপূর্ণ এ অ্যাওয়ার্ডটি স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ১৫৮ জন এবং স্বাধীনতা পূর্ব ৫ জন; সব মিলিয়ে ১৬৩ জন অর্জন করেছেন। এর মধ্যে আমরা ৩ জনকে হারিয়ে ফেলেছি! ১০ জনের মত প্রবাসী; তাঁরা আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। সামগ্রিক অর্থে অনেক বড় সংখ্যাই এবারের রি-ইউনিয়নে অংশ নিয়েছেন। সকলের সাথে কথা বলতে না পারলেও অনেকের সাথেই কথা হয়েছে। প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে নেওয়া গ্রুপ ছবির দরূণ নিত্যদিন সকলকে একসাথে দেখার সুযোগ ঘটবে।

শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে বাহাদুরপুরে অবস্থিত রোভার অঞ্চলের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দোতলায় প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউটদের নাম ফলক স্থাপন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে পিআরএসদের এমন নাম ফলক স্থাপিত হয়েছে। যেখানে শ্বেতপাথরে খোদাই করে লিখা আছে অ্যাওয়ার্ডীদের নাম, অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তির সন আর স্ব স্ব ইউনিটের নাম। ছোট্ট জীবনে এ এক অনন্য অর্জন। আমার এ অর্জনের পেছনে যাঁদের শ্রম ও মনন রয়েছে তাঁদের প্রতি বরাবরই আমি কৃতজ্ঞ।

একবেলার জন্য গিয়েছিলাম বাহাদুরপুরের রোভার মুটে। তবে অগ্রজদের আন্তরিক চাওয়ায় বদলাতে হয়েছে মুট ময়দানে অবস্থানের পরিকল্পনা। দিনের আলো শেষে রাতের অন্ধকার নামলো। তবে ঢাকার রাত আর গাজীপুরের রাতের মধ্যে বিস্তর ফারাক! কুয়াশার সাথে পাল্লা দিয়ে শীত নামল। সাথে থাকা গরম কাপড়কে অপ্রতুল মনে হলো। ট্রেনিং বিল্ডিংয়ের দোতলা থেকে গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার দেখা শুরু করলাম। এর মাঝে অনেকের সাথেই হলো কথোপকথন। ভাল লাগার কিছু মুহূর্ত কাটালাম মাঝ রাত অবধি। স্কাউটিং নিয়ে সমমনাদের আশাবাদ আমায় আপ্লুত করেছে। সৌভাগ্য অনুভব করেছি অনুজদের সম্বোধনে আর প্রত্যাশায়। অপরিচিত অনেকেই পরিচিত হয়েছেন; তাঁদের অনেকের সাথে আমার পূর্ব পরিচয় না থাকলেও তারা আমার সম্পর্কে বিস্তর খবর রাখেন।

মুটে অংশগ্রহণকারীদের স্কার্ফের বর্ডারে, আইডি কার্ডের মাঝে, পলো শার্টের পেছনে, ব্যানারের প্রথম লাইনে 'শতবর্ষে রোভারিং সুনাগরিক প্রতিদিন' কথাটা লিখা দেখে অন্য রকমের ভাল লাগা কাজ করেছে। যে থীম নিয়ে এই শতবর্ষ রোভার মুট অনুষ্ঠিত হলো তা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্ধারণ করা। আর শব্দ চারটিকে ভালোবেসে ১৭টি কুলোয় লিখে তৈরী করা গুরুদয়াল সরকারি কলেজের গেইট আমায় পুলকিত করেছে। অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সৃজনশীল কাজে সময় দেয়ার। কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমায় এমন কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন- তাঁদের সকলের প্রতি।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি থরে বিথরে সাজানো সারি সারি তাঁবু ছেড়ে ক্লান্ত রোভার স্কাউটরা মুট ময়দান ছাড়ছে। আমিও বাহাদুরপুরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ছাড়ছি আর মনে মনে ভাবছি-কর্মচঞ্চল মুট ময়দান কুয়াশার পাশাপাশি হয়ত সুনশান নিরবতায় ছেয়ে যাবে। তবে এখান থেকে অর্জিত স্মৃতি অংশগ্রহণকারী রোভার স্কাউটরা ভুলবে কিভাবে? রোভার মুটের কোন বিষয় যদি তাদের ভবিষ্যৎ পথচলায় অনুপ্রেরণা যোগায়, ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠায় সহযোগিতা করে; তবে তার মধ্যেই এ আয়োজনের সফলতা নিহিত বলে আমি বিশ্বাস করি।

■ লেখক: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন, (পিআরএস)

প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির পেছনে ছুটে মানবিকতা হারিয়ে ফেলছি নাতো?

বর্তমান সমাজে তথ্যপ্রযুক্তির ত্বরিত উন্নয়নে ক্রমান্বয়ে আমরা বিশ্বের আনাচে কানাচের তথ্য ছোট্ট স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপের পর্দায় পেয়ে যাচ্ছি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ক্রমে আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। প্রভাতে ঘুম ভাঙার পর কিংবা গভীর রাতে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সর্বশেষ আপডেট না জানলে যেন দিনের শুরুটাই সুন্দরভাবে হয় না কিংবা রাতের ঘুমে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়না।

এবার আসা যাক অন্য কথায়, আচ্ছা এখন একজন ফেইসবুক একাউন্ট ব্যবহার করেনা এমন কাউকে দেখলে আপনার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে অধিকাংশ মানুষের কাছে মনে হতে পারে উনি আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে চলছেন না।

এই প্রশ্নের উত্তরের আরেকটি জোরালো জবাব হলো এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করেনা এমন কাউকে কি পাওয়া যাবে? হ্যাঁ আমিও মানছি যে পাওয়াটা খুবই দুষ্কর। এর মানে আমাদের সকলের মধ্যে এটা এতোটাই জরুরি হয়েছে যে এর ব্যবহার অনস্বীকার্য।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটা পোস্ট-এ আপনি কোন বিষয়গুলো শেয়ার করেন? কিংবা কোন ভিডিও ও ছবিগুলো আপনার টাইমলাইনে জায়গা করে নেয়? অবশ্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তগুলো আপনি শেয়ার করেন। এখন বলতে পারেন তাহলে আমি কি আমার জীবনের খারাপ মুহূর্তগুলো শেয়ার করবো?

আমি আপনাকে খারাপ মুহূর্ত শেয়ার করার জন্য বলছি না। আমি বলছি আপনার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তের আড়ালে যতগুলো কষ্ট আর পরিশ্রমের ছাপ ছিলো সেটা এখানে কেউই সুস্পষ্টভাবে খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই সহজেই সফলতা অর্জন এই পথের দিশারি হয়ে প্রতিনিয়ত হাজারো তরুণ হতাশা চিত্তে নিজেকে দোষে যাচ্ছে । সে নিজের ক্ষমতা আর পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিশ্রম ব্যতিরেকে নিজেকে দেখতে চায় সর্বোচ্চ চূড়ায়।

নিজের মধ্যে প্রত্যাশা পুষে, আজই আমি নামীদামি ব্যান্ডের ফোনটি কিনবো, ওর কাছে একটা আপডেটেড মডেলের ল্যাপটপ আছে আমার থাকবেনা কেন? কিন্তু সে ভুলে যায় তার পরিবারের পক্ষে এতো টাকা দিয়ে উচ্চমূল্যে পণ্যটি কেনার সামর্থ্য নেই।

বিশ্বায়নের আবহ আমাদের আলোড়িত করছে, ইতিবাচকতার চেয়ে নেতিবাচক দিকগুলো দাগ কেটে যাচ্ছে আমাদের সমাজে। সহজে সফলতা অর্জন এর পথে হাঁটতে গিয়ে নিজের ক্ষমতা যাচাই তো দূরের কথা ইতিবাচক চিন্তার মানসিকতাও হারিয়ে বসছি। মানবিকতার বন্ধনে সম্পর্ককে বিচার না করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উপর অতি নির্ভরশীলতা থামিয়ে দিচ্ছে অনুভূতির অবাধ প্রকাশ। নিজের প্রাপ্তির বিচারটাও করছি অন্যকে দেখে, তার আছে আমার নাই কেন? কিন্তু তার থাকার পেছনের বাস্তবিক কারণগুলো অনুসন্ধান না করেই নিজের অপ্রাপ্তিকে হতাশায় রূপান্তরিত করে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছি চূড়ান্ত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। নিজের জীবনের সবচেয়ে প্রিয় প্রাণটাকে নিজেই বিনাশ করছি। সমাধান হিসেবে আত্মহত্যার পথকে পাথেয় করে নিচ্ছি। কিন্তু এটা কি কোন সমাধান?

না কখনো এটা কোন সমাধান হতে পারেনা। বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই এগিয়ে যাওয়া বাঞ্চনীয়। আপনার সফলতা নির্ভর করে আপনার সুপরিকল্পিত পরিশ্রম আর একনিষ্ঠতার উপর। আপনার সফলতার মাপকাঠি অন্যকারো জয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং তা কেবল আপনাকে খানিক অনুপ্রেরণা দিতে পারে কিন্তু তা আপনাকে কখনো পরিচালিত করতে পারে না। বাস্তবতায় বাঁচুন, নিজের সৃজনশীল সত্ত্বা দ্বারা স্বীয় সামর্থ্যানুযায়ী নিজের জীবনকে সাজান।

■ লেখক: মো. এনামুল হাসান কাওছার
শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

মাদক

সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংস করে

মাদকাসক্তি বলতে মাদকদ্রব্যের প্রতি প্রচুর আসক্তি বা নেশাকে বুঝায়। যেসব দ্রব্য সেবন বা পান করলে তীব্র নেশার সৃষ্টি হয় সেগুলো মাদকদ্রব্য। কোন কোন ঔষধকে ব্যবহারগত কারণে মাদকদ্রব্য বলা হয়। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন ঔষধ অতিরিক্ত সেবন করলে এবং এর প্রতি আসক্তি জন্মালে সেটাও মাদকের আওতায় পড়ে। অতএব যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং সেগুলোর প্রতি সেবনকারীর প্রবল আসক্তি জন্মে সেগুলোই হল মাদকদ্রব্য। যেমন বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, মদ, গাঁজা, ভাং, আফিম, হেরোইন, পেথিডিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। যারা মাদকদ্রব্য সেবন করে মাদকদ্রব্যের প্রতি তাদের শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়। তারা মাদকদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকতে পারে না। যদি কোন কারণে তারা মাদক গ্রহণ করতে না পারে, তাদের মধ্যে মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। যেমন মেজাজ খিটখিটে হয়, ক্ষুধা ও রক্তচাপ কমে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, নিদ্রাহীনতা দেখা দেয়, আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

যারা মাদকসেবী তারা বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে। যেমন ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো, ট্যাবলেট, পাউডার, সিরাপ, পানীয় হিসাবে পান করা, ধূমপানের মাধ্যমে গ্রহণ করা। ধূমপানের ও আবার নানা ধরন আছে। যেমন সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুঁকা ইত্যাদি।

তামাক ও মাদকদ্রব্য সেবন বলতে প্রধানত ধূমপানকে বুঝায়। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে পৃথিবীতে প্রতি ৮ সেকেন্ডে শুধু ধূমপানজনিত কারণে একজন ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে। যারা ধূমপান করে ও ধূমপায়ী ব্যক্তির ছেড়ে দেওয়া ধোঁয়া থেকে অন্যরা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। মাদকদ্রব্য সেবনের কুফলসমূহ হচ্ছেঃ

১) মাদকদ্রব্য মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। যেমন শেখার ও কাজ করার ক্ষমতা হ্রাস করে, চাপ সহ্য করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে ব্যাহত করে। তাছাড়া মানসিক পীড়ন বাড়িয়ে দেয়।

২) পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে যন্ত্রনাদায়ক প্রভাব ফেলে। মাদকসেবী পরিবারের সদস্যদের সাথে উগ্র আচরণ করে, পরিবারের শান্তি বিনষ্ট করে।

৩) শারীরিক সুস্থতার ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে। মাদকদ্রব্য সেবন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষকে ধ্বংস করে, খাদ্যাভাস নষ্ট করে। চোখের দৃষ্টি শক্তি কমিয়ে দেয়।

৪) কিছু কিছু মাদক এইচআইভি ও হেপাটাইটিস-বি এর সংক্রমণের আশংকা বাড়িয়ে দেয়। খাদ্যনালী ও ফুসফুসের ক্যান্সার, কিডনীর রোগ, রক্তচাপ প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

৫) আর্থিক ক্ষতি হয়। নেশার টাকা যোগাতে গিয়ে সংসারে অভাব ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মাদকাসক্তি বর্তমান সমাজের একটি বড় সমস্যা। যারা মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে তারা তাৎক্ষণিক মৃত্যুমুখে পতিত হয় না বটে, কিন্তু মাদক গ্রহণের কারণে তারা নানা ধরনের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মাদকের কারণে শুধু যে মাদকাসক্ত ব্যক্তিই ক্ষতগ্রস্ত হয় তা নয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তির বাবা-মা, ভাই-বোন, ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবার জীবনে প্রভাব পড়ে। সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকের অর্থ জোগাড় করার জন্য চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানিসহ বিভিন্ন অসামাজিক বেআইনি কাজকর্মে লিপ্ত হয় যা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য খুব ক্ষতিকর। মাদকাসক্তির ভয়াবহ পরিণাম থেকে যুব সমাজসহ দেশের সবাইকে রক্ষা করতে হলে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন হতে হবে। মাদকদ্রব্য যাতে সহজে পাওয়া না যায় তার জন্য যে আইন আছে তা যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরি করতে হবে। মাদকের বিরুদ্ধে সবাইকে সচেতন করে তুলতে জনমত গঠন করতে হবে।

পরিশেষে বলতে চাই, ধ্বংস ডেকে আনা ছাড়াও মাদকাসক্তি প্রচলিত মূল্যবোধ, জীবনশৈলী ও অর্থনীতির প্রভূত ক্ষতি করছে। তাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে মাদক বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার করার মাধ্যদিয়ে এ ক্ষতিকর মাদকের হাত থেকে ছাত্র সমাজকে বাঁচাতে হবে। নতুবা মাদকাসক্তির ফলে ধ্বংস হবে ছাত্র সমাজ, বিনষ্ট হবে আধুনিক সভ্যতা।

■ লেখক: মো: সাঈদ মাহাদী সেকেন্দার।
শিক্ষার্থী, দর্শন বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

স্মার্ট হতে যে ১০টি কাজ ভুলেও করবেন না

'স্মার্ট' কথাটির যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ কী হবে তা বলা কঠিন। এককথায় 'স্মার্ট' বলতে এমন কাউকে বোঝায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা করে যে চলতে পারে। এখানে রইল ১০টি কাজের কথা, স্মার্ট হতে চাইলে যেগুলো করা একেবারেই উচিৎ হবে না।

১. অতীতকে বর্তমানের চেয়ে বেশি প্রাধান্য না দেয়া :
অতীত সেটাই যা চলে গেছে। অতীত নিয়ে ভেবে আপনার বর্তমান জীবনকে ভারাক্রান্ত করার কোন মানে হয় না। অতীতকে একটা বিগত বিষয় বলে ভেবে হালকাভাবে নিতে শিখুন।

২. নেতিবাদী চিন্তাকে কখনও গুরুত্ব দেবেন না :
যে স্বপ্ন আপনি দেখতে পারেন তাকে সফল করার ক্ষমতাও আপনার রয়েছে এমনটাই ভাবুন। কখনও নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে বড় করে দেখবেন না।

৩. জীবনের সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাবেন না :
সমস্যা প্রত্যেকের জীবনে রয়েছে। আপনি যদি সত্যিই স্মার্ট হতে চান তাহলে সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে যাবেন না। বরং সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় তার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করুন।

৪. অন্যরা আপনার সম্পর্কে কী ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না :
আপনার জীবন আপনাকেই যাপন করতে হবে। আপনার সমস্যা আপনাকেই সমাধান করতে হবে। আপনার সাফল্য বা ব্যর্থতার ভার আপনাকেই বহন করতে হবে। তাহলে খামোখা অন্যরা আপনার সম্পর্কে কী ভাবছে, তা নিয়ে আপনি বিচলিত হতে যাবেন কেন!

৫. সময় নষ্ট করবেন না : স্মার্ট হতে চাইলে সময়ের কাজ সময়ে করুন। পাশাপাশি কর্মবহুল জীবনযাপনের অভ্যাস গড়ে তুলুন। অবসরটাকেও কাজে লাগান। নিছক শুয়ে-বসে না থেকে অবসর সময় এমন কোন কাজ করুন যার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন।

৬. তাৎক্ষণিক সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেবেন না :
আমরা যে সময় ও সমাজে বাস করি সেখানে অবশ্য হাতে হাতে সাফল্যকেই বেশি বড় করে দেখা হয়। কিন্তু আপনাকে এই প্রবণতার বাইরে বেরোতে হবে। সবসময় ভাবুন যে, আপনার কাজের বৃহত্তর একটা লক্ষ্য রয়েছে। সেদিকে নজর রেখে এগিয়ে যান। ছোট ছোট সাফল্য বা ব্যর্থতাগুলো সেক্ষেত্রে মূল্যহীন হয়ে যাবে।

৭. আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরের বিষয়গুলো নিয়ে বেশি ভাববেন না :
পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র কেমন হবে সে নিয়ে ভেবে লাভ আছে কি কোন? বরং আপনি ভাবুন আপনার প্রস্তুতি নিয়ে। কারণ সেটা আপনার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়।

৮. যারা সম্মান করেন না তাদের সাথে বেশী সময় নয় :
যারা আপনার আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানে, আপনার অক্ষমতাগুলোকে বড় করে দেখে বা হাসি-তামাশা করে তাদের নির্দ্বিধায় এড়িয়ে চলুন।

৯. অহংকার করবেন না :
অহংকার এমন একটা বিষয় যা অন্য মানুষদের থেকে আপনার দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়। অথচ ভেবে দেখুন, অন্য মানুষের সাহায্য ছাড়া একা একা আপনার পক্ষে জীবনের পথে চলাও তো সম্ভব নয়। কাজেই অহংকার ত্যাগ করে বিনয়ী হতে শিখুন।

১০. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলবেন না:
যারা আপনাকে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হবেন না। অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানান তাদের। এতে শুধু তারা খুশি হবেন তা নয়, দেখবেন আপনারও ভাল লাগবে।

■ বিডি প্রতিদিন/ এনায়েত করিম

জোকস

১। শিক্ষক জিজ্ঞেস করলেন, কে বলতে পারবে, আমরা কেন আগে বিদ্যুৎ চমকানো দেখি এবং পরে শুনি মেঘের গর্জন?
এক বালক উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, কারণ, আমাদের চোখের অবস্থান কানের আগে।

২। এক অফিসের সকল কর্মচারীরা অফিসে পৌঁছে যান একদম ঠিক সময়ে।
বসকে তাঁর এক বন্ধু বলল তোমার কর্মচারীদের এমন কি জাদু করেছ যে তাঁরা এত সময়ানুবর্তী হয়ে গেল?
বস হাসতে হাসতে বললেন যে জাদুনা হে, আমার অফিসে একটা চেয়ার কম। তাই সবাই সময়মত পৌঁছাতে চেষ্টা করে, যেন দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়।

৩। দুই ব্যবসায়ী গল্প করছে-
: আচ্ছা ভাই, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি কোনো কাজ হয়?
: মাঝে-মাঝে হয় বৈকি। গত মাসে বিজ্ঞাপন দিলাম আমার দোকানে একজন নাইটগার্ড চাই। সেই রাত্রেই দোকানে চুরি হলো!

৪। ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ আরেক বৃদ্ধের বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেল। সে খুবই অবাক হলো যখন তার বন্ধু তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে জান, ময়না, কলিজার টুকরা বলে ডাকছিল।
যাওয়ার সময় সে তার বন্ধুকে বললো, এটি অনেক সুন্দর একটি ব্যাপার। বিয়ের ৪০ বছর পরেও তুমি স্ত্রীকে এত সুন্দর করে ডাকো"
বৃদ্ধ নিচু গলায় বললো, আসলে আমার মাথা থেকে তার নাম ১০ বছর আগেই মুছে গেছে। আমি ভয়ে তার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারিনি। তাই এসব বলেই ডাকি!

৫। আজ সকালে মোবাইলে বউয়ের ফোন এসেছিল। খুব কাঁদছিল। আমাকে সরি বললো। কান্না কান্না গলায় সে এটাও বললো, "তোমার সাথে আর কখনো ঝগড়া করবো না, তোমার সব কথাই শুনবো, তুমি যা বলবে তাই করবো"। কথাগুলো শুনে সত্যি আমার চোখেও জল এসে গেল। জানিনা কার বউ ছিল। রং নম্বর ছিল। কিন্তু বউটা ভালো ছিল।

৬। স্বামী তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে আদালতে গেছেন-
স্বামী: আমি আমার স্ত্রীকে আজই তালাক দিতে চাই। আপনি একটু ব্যবস্থা করুন।
আইনজীবী: কেন, সমস্যা কী আপনাদের?
স্বামী: আমার স্ত্রী প্রায় ছয় মাস ধরে আমার সঙ্গে কথা বলে না।
আইনজীবী: আরেকবার ভেবে দেখুন। এমন স্ত্রী পাওয়া কিন্তু ভাগ্যের ব্যাপার।

সংগ্রহ: জে.এম কামরুজ্জামান

ধাঁধাঁ

৮	৫
৫৩	

১১	৩
৪৭	

৬	৪
৩৪	

৯	২
??	

লটারির মাধ্যমে ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com

(বি:দ্রঃ চিঠির মাধ্যমে উত্তর পাঠালে অবশ্যই খামের উপর "ধাঁধাঁর উত্তর" কথাটি লিখতে হবে)

চুরি বা হারানো মোবাইল ফোন আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না

আপনার মোবাইল ফোন কি চুরি হয়ে গেছে? বা হারিয়ে গেছে? এই ফোনকে কি আপনি ব্যবহারের অনুপযোগী করতে চান? তাহলে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে এমন সুখবর পেতে যাচ্ছেন আপনি। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সূত্র বলছে, এবার থেকে চুরি হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোনকে আপনি লক করে ফেলতে পারবেন।

আগামীকাল (২২ জানুয়ারি) থেকে ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল ইকুইপম্যান্ট আইডেন্টি (আইএমইআই) নম্বর ডাটাবেস সেবা চালু হতে যাচ্ছে। আইএমইআই ডাটাবেসের মধ্যে ব্যবহারকারীর মোবাইল ফোনের নম্বর, সিম কার্ডের নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যাদি সংরক্ষণ করে রাখা হবে।

ফলে, কোনো মোবাইল ফোন চুরি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ওই ফোনটিকে লক করে দেয়া যাবে। সংশিষ্টরা আশা করছেন, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মোবাইল ফোন চুরি হওয়ার হার কমে আসবে।

আপনার মোবাইল ফোনের আইএমইআই নম্বরটি লিখে ১৬০০২ নম্বরে মেসেজ পাঠানোর মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন, সেটি ডাটাবেসে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা।

■ অনলাইন রিপোর্টার

গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনার হ্যাটট্রিক বিজয়

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসেন গণতন্ত্রের মানসকন্যা শেখ হাসিনা। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ঘোষিত ২৯৮ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট পায় ২৮৮টি আসন। বিরোধী ঐক্যফ্রন্ট পায় ৭টি আসন এবং ৩টি আসনে বিজয় লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী। এ বিজয় শেখ হাসিনার হ্যাটট্রিক বিজয়। তাঁর নেতৃত্বে ২০০৮ সাল, ২০১৪ সাল ও ২০১৮ সাল পরপর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয় লাভ করে সরকার গঠন করে।

বিশ্বের সেরা ১০০ চিন্তাবিদের তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'ফরেন পলিসি' সাময়িকীর তৈরি গত দশকের সেরা ১০০ চিন্তাবিদের তালিকায় আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রভাবশালী সাময়িকীটির বিশেষ সংখ্যায় এ তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। ১০ বছর ধরে এই তালিকা প্রকাশ করছে 'ফরেন পলিসি'। এবার ১০টি ক্যাটাগরিদের ১০ জন করে দশকের সেরা ১০০ চিন্তাবিদের তালিকা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আছেন 'ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি' ক্যাটাগরিতে।

বর্ষসেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব মাহাথির মোহাম্মদ

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ২০১৮ সালের বর্ষসেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হয়েছেন। যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত 'দ্যা মুসলিম ৫০০'- এর বার্ষিক প্রকাশনার দশম সংখ্যায় তাকে এই আখ্যা দেওয়া হয়। পাশাপাশি ২০১৮ সালের অন্যতম প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিত্ব হিসেবেও উল্লেখ করা হয়। এটি প্রকাশ করে জর্ডান ভিত্তিক দ্য রয়্যাল ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার। সেরা মুসলিম ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হলেও বিশ্বের প্রভাবশালী ৫০০ মুসলিম ব্যক্তির তালিকায় মাহাথির অবস্থান ৪৪ নম্বরে। তিনি এবারই প্রথম এই প্রকাশনায় স্থান পেয়েছেন। তালিকায় অন্যদের মধ্যে রয়েছেন সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান, জর্ডানের বাদশাহ আবদুল্লাহ্, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদা। এ সংখ্যায় প্রকাশনাটি বিশ্বের প্রভাবশালী মুসলিম নারী হিসেবে নির্বাচন করেছে ১৭ বছরের ফিলিস্তিনি কিশোরী আহেদ তামিমিকে।

বিশ্বের বিষণ্নতম দিন

দিনক্ষণ মেনে কি মনে বিষণ্নতা অনুভূত হতে পারে? বিজ্ঞানে সে রকম কোনো প্রমান না মিললেও ড. ক্লিফ আরনল নামের এক মনোবিজ্ঞানীর দাবি, জানুয়ারির তৃতীয় সোমবারই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিষণ্ন দিন। তিনি একে 'ব্লু মানডে' নামকরণ করেন। ২০০৪ সালে রীতিমতো জরিপ করে ও গাণিতিক ফর্মুলা তৈরি করে বিশ্বের বিষণ্নতম দিনটি নির্ণয় করেছিলেন তিনি। তবে এটি শুধুই উত্তর গোলার্ধের জন্য প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা একে 'ভুয়া' গবেষণা বলে উড়িয়ে দিলেও ধীরে ধীরে প্রচারণা দিনটিকে জনমনে বিশ্বের বিষণ্নতম দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। চলতি বছরের ব্লু মানডে ছিল ২১ জানুয়ারি, ২০১৯। বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও এ দিনকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে কিছু কিছু ঘটনা লোকজনকে বিভ্রান্ত করবে বৈকি! মার্কিন বাণিজ্য সাময়িকী ফোর্বস জাপানের এক গবেষণার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছে, পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চেয়ে সোমবার পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেশি দেখা গেছে। গবেষকেরা অবশ্য বলেছেন, কাজের 'সপ্তাহ কাঠামো' এ ঘটনার প্রভাবক হতে পারে। তবে বিজ্ঞানীরা ব্লু মানডের কথা অস্বীকার না করলেও ব্লু সিজনের কথা স্বীকার করেছেন। গবেষণা বলছে, মন মর্জি ও বিষণ্নতার ওপর ঋতুর ভিন্নতা প্রভাব ফেলে।

২৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন

চীনের অর্থনীতিতে রেকর্ড ধস

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চীনে গত বছরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ছয় দশমিক ছয় শতাংশ। যা দেশটির ইতিহাসে গত ২৮ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। ২১ জানুয়ারি ২০১৯, সরকারিভাবে একটি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে দেশটি।

৩৮০ কোটি গরিবের সমান সম্পদ ২৬ ধনীর হাতে

বিশ্বের সবচেয়ে গরিব অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমপরিমাণ সম্পদ সবচেয়ে ধণী ২৬ জনের হাতে। ওই ২৬ জন ধনীর সম্পদের পরিমাণ ১ লাখ ৪০ হাজার কোটি ডলার, যা ৩৮০ কোটি মানুষের সম্পদের সমান। ২১ জানুয়ারি ২০১৯ দাতব্য সংস্থা অক্সফামের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সম্মেলনকে সামনে রেখে অক্সফামের এই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ভারতের রাজনীতিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী

লোকসভা ভোটর আগে বড়ো চমক দিল কংগ্রেস। সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নিয়ে আসা হলো সোনিয়া - তনয়া প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকে। পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বে আনা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের তরুণ নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়াকে। প্রিয়াঙ্কা ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে কাব স্কাউট এর সদস্যবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে স্কাউট এর সদস্যবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে রোভার স্কাউট এর সদস্যবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ফুলের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

গণভবনে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানের পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্কাউটদের অংশগ্রহণ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে কাব স্কাউটদের অংশগ্রহণ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে রোভার ও নেতাদের অংশগ্রহণ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযানে কাব স্কাউট ও নেতাদের অংশগ্রহণ।

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

মহাতাঁবু জলসায় বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতিসহ অতিথিবৃন্দ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ-সভাপতি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কাবদের চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ

শাপলা কাব রি-ইউনিয়নে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের জাতীয় কমিশনার ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

কাবদের চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি

মহাতাঁবু জলসার পূর্ব মুহূর্তে কাবেরা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কোম্পানি কর্মকর্তার চেক হস্তান্তর

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

The Bharat Scouts And Guides National Integration Camp 2018 এর স্মারক হস্তান্তর

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আর্থিক সহায়তার চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বাংলাদেশ স্কাউটস বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত গার্ল ইন কাব স্কাউট ব্যাজ কোর্স

সিলেট ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক ক্যাম্প

কুলাউড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান-২০১৯

Youth Mental Health First Aid Training এর প্রশিক্ষক, অতিথি এবং অংশগ্রহণকারী

ক্যান্টনমেন্ট কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, কুমিল্লা সেনানিবাস এর রোভার সহচর দীক্ষা অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ।

সিরাজগঞ্জ সেবা মুক্ত স্কাউট দলের বার্ষিক তাবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

৮১তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্সের প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

আলোকিত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, বি-বাড়িয়ার নিয়মিত দীক্ষা অনুষ্ঠান

ঈশান ইনস্টিটিউশান , ফরিদপুর এর স্কাউট ডে ক্যাম্প ২০১৯

১৯তম বেসিক আইসিটি কোর্স ২০১৯

১২১তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স, কাহারোল, দিনাজপুর

বাংলাদেশ স্কাউটস মেলান্দহ উপজেলায় অনুষ্ঠিত স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ভ্রমণ কাহিনী

Sudden tour to Khoiyachora Waterfall

Md Nazmul Hassan

According to Roland Kemlar, "There's no better place to find yourself that sitting by a waterfall and listening to its music". So, in our busy life, we want to go somewhere near to us. For this mission, some of my friends and elder brothers arranged a day-long tour to Khoiyachora waterfall, which is situated on the hill of Mirsharai, Chittagong, Bangladesh.

Khoiyachora waterfall is a beauty of creation! You could not feel the depth of creation until you observe the mind blowing, 9-12 steps waterfalls like Khoiyachora waterfall, with the atypical structural shape, size, and design. Undoubtedly, till now, Khoiyachora is the biggest waterfall in Bangladesh.

To begin with, we went to Cumilla railway station at 4am to board the Chittagong Mail train to Bar-takia. After about 4 hours, we reached Bar-takia station. We had breakfast and started our journey for Khoiyachora waterfall by walking.

After walking for 45 minutes we saw some people buying sticks for climbing the mountain to the beautiful water fall with. Then, we walked through a local, man-made footpath, followed by the chara. After a half an hour walk on the chara trail, we reached the first step of the waterfall. Some of my friends couldn't dare to climb because it was too dangerous.

Along with my friends and some of my elder brothers, I kept on climbing, overcoming step by step to the waterfall. After the 7th, we rested for a while before resuming our climb. When we reached the last step, the waterfall was awesome. We felt that it was the best moment of our life.

We stayed there for some times; then, slowly and carefully, came back step by step on the last step on waterfall. Our mission accomplished and we decided to play some football below the mountain. We took a bath in the water of the fountain. Finally, we went to Bar-takia bazaar and ate lunch at 4pm to go Bar-takia railway station for returning to Cumilla.

I have visited so many waterfalls in Bangladesh, but in my opinion Khoiyachora is the most incredible and magnificent waterfall as per my observation. It can be a one-day tour if you want to visit the waterfall at a low budget.

(The writer is Senior Rover Mate of Comilla University Rover Unit.)

আমাদের খেলাধুলা

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে শিশু, কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতে দেখা যেতো আগে। সময়ের পরিক্রমায় সেসবের পরিমাণ এখন কমেছে। সেসব খেলার পরিবর্তে এসেছে নতুন খেলা। গ্রামীণ জনপদের সেই পুরানো দিনের খেলাগুলোই পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কানামাছি

শিশু থেকে কিশোর সবার কাছেই অত্যাধিক প্রিয় এক খেলা কানামাছি। একসাথে অনেকজন মিলে খেলতে পারাটাও এর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।

কানামাছি খেলার সময় একজনের চোখ কাপড় দিয়ে বেধে দেওয়া হয় যাতে সে কিছু দেখতে না পারে, এরপর বাকি সবাই তাকে ঘিরে কানামাছি ভোঁ ভোঁ- যারে পাবি তারে ছো ছড়া বলতে বলতে ঘুরতে থাকে। যার চোখ বাঁধা হয় সে হয় 'কানা'। বাকিরা 'মাছি'র মতো তার চারদিক ঘিরে কানামাছি ছড়া বলতে বলতে তার গায়ে টোকা দেয়া। চোখ বাঁধা অবস্থায় সে অন্যদের ধরার চেষ্টা করে। সে যদি কাউকে ধরতে পারে এবং বলতে পারে তার নাম তবে ঐ ব্যক্তিকে তখন কানা সাজতে হয়। সময়ের পরিক্রমায় এ খেলার জনপ্রিয়তা কমলেও এর মুগ্ধতা এখনও রয়ে গেছে। শিশু কিশোরদের পাশাপাশি বড়রাও সময় পেলে বিশেষ করে পুনঃমিলনী, পিকনিক কিংবা আড্ডায় এখনও বন্ধুদের নিয়ে এই কানামাছি খেলায় মেতে ওঠে।

বউচি খেলা

'আমার বাড়ি ঢাকা, ঘরদুয়ার পাকা, ঘরের ভিতর আলমারি, সকাল-বিকাল কিলমারি।'-এ ধরনের ছড়া বা বোল উচ্চারণ করে একদল তরুণী বউচি খেলায় মগ্ন। বোলের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের করতালি ও উল্লাসে মুখরিত। এ ধরনের বোল নেওয়া হয় যতোক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস থাকে। বোল বা ছড়া খেলাটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। বউছি খেলা বাংলাদেশের একটি লোকক্রীড়া। দেশের গ্রামীণ গার্হস্থ্য পরিবেশ থেকে যে খেলাগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে বউচি এর একটি। অঞ্চল বিশেষে এর কিছু ভিন্ন নামও পাওয়া যায়। যেমন বুড়িচি, বউচোর, বুড়িচু, বউচু ইত্যাদি। বর্তমানে পরিশীলিত খেলা বা আধুনিক খেলার প্রচলনে গ্রামীণ কি নাগরিক সব শিশু-কিশোরের মধ্যে বউচি খেলার চল কমছে। এমনকি গ্রামের শিশুরাও এখন বউচি খেলা তেমন একটা খেলে না বললেই চলে। সে হিসেবে একে বিলুপ্ত প্রায় লোকক্রীড়া বলা যেতে পারে। এর পরও এখনো বাংলাদেশের কোথাও কোথাও খেলাটি টিকে আছে। কিশোরীরা তাদের আনন্দ বিনোদনের জন্য বউচি খেলায় অংশ নেয়।

বউচি খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে বর্তমান প্রজন্মের তরুণীদের কাছে।

■ লেখক: শেখ হাসান হায়দার শুভ

স্বাস্থ্য কথা

শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে খাদ্য

সৃজনশীল কাজ শিশুকে আবেগী ও স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তোলে। যা পূর্ণ বয়সে তাকে সামাজিকভাবে দায়িত্ববান হতে শেখায়।

শিশুর সৃজনশীলতা কী?

পরিবার, সমাজ, প্রকৃতি থেকে শিশু যে বিষয়ে উৎসাহী হয় তা নিজের মতো করে। গান-কবিতা, হাতের কাজ বা রঙের ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কিছু তৈরি করে, তা-ই শিশুর সৃজনশীলতা।

আপনার শিশুকে সৃজনশীল কাজে উদ্বুদ্ধ করুন। এটি যোগাযোগে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। শিক্ষাজীবনে সাফল্য এনে দেবে।

শিশুর মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কিছু খাবার আছে। নিয়মিত এগুলো খেলে মেধা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

হাতের কাছেই পেয়ে যাবেন এসব খাবার।

সবুজ শাক

সবুজ শাকে প্রচুর ভিটামিন থাকে, যা মানসিক বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। শিশুর খিচুড়িতে দিতে পারেন সবুজ শাক। এ ছাড়া লেটুসপাতা, টমেটো খাওয়াতে পারেন। সবুজ শাকের বড়া কিংবা পাকোড়া বানিয়ে দিতে পারেন।

দই

ভিটামিন 'বি' এবং প্রোটিনের সবচেয়ে ভালো উৎস দই। মস্তিষ্কের বিভিন্ন টিস্যুর কাজ সুষ্ঠুভাবে পালনে সহায়তা করে দই। দইয়ের মধ্যে থাকা প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া খাবার পরিপাকে সহায়তা করে।

ডিম

ডিমে আছে প্রচুর প্রোটিন। ডিম খেলে শিশুর হাড় ও দাঁতের গঠন ভালো হয়। চামড়ার পুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ডিম খেলে শিশুর মানসিক ও শারীরিক উন্নয়ন ঘটবে। সিদ্ধ ডিম শিশু খেতে না চাইলে ডিমের স্যান্ডউইচ, ডিমের অন্যান্য রেসিপি করে খাওয়াতে পারেন।

আপেল

প্রতিদিন শিশুকে আপেল খাওয়ালে সে সহজে অসুস্থ হবে না। আপেলে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডন্ট থাকে। প্রতিদিন আপেল খেলে শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ে।

হলুদ

হলুদ শিশুর মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুর খাদ্যতালিকায় হলুদ রাখতে পারেন। শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়াতে যেসব খাবার জরুরী, হলুদ সেগুলোর মধ্যে অন্যতম।

মাছ

মাছে প্রচুর প্রোটিন থাকে। সামুদ্রিক মাছ শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। শারীরিক উন্নয়ন, মানসিক উন্নয়নের জন্য মাছ গুরুত্বপূর্ণ। স্যামন, টুনা মাছে প্রচুর ভিটামিন 'ডি' আছে, যা শিশুর স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ছাড়া কড ও হাঙর মাছের তেল শিশুর রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। মাছে বিদ্যমান সব পুষ্টি ও খনিজ লবণ শিশুর বাড়ন্ত বয়সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিন ও খনিজ লবণ শিশুর মস্তিষ্কের উন্নতি সাধনে সহায়তা করে। স্মৃতিশক্তির প্রখরতা বাড়াতে মাছের ফ্যাটি এসিড বেশ উপকারী।

শিমের বিচি

পুষ্টিবিদরা মনে করেন, শিমের বিচি হাঁপানি রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়া শিমের বিচিতে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, যা দেহের গঠন ও ক্ষয় পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাম

জামে প্রচুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আছে, যা শিশুর মানসিক বিকাশে জরুরি। শরীর ও মনের উন্নতি সাধনের জন্য জামে থাকা পুষ্টি উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। জামে ভিটামিন 'সি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শিশুর ত্বকের জন্য ভিটামিন 'সি' ভালো।

বাদাম ও বীজ

বাদামে স্নেহ পদার্থ থাকে, যা ত্বক ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এ ছাড়া প্রয়োজনীয় স্নেহ পদার্থ শরীর ও সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য বাদাম গুরুত্বপূর্ণ খাবার। আখরোট, কাজুবাদাম প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার।

ওটমিল

ওটমিল আঁশযুক্ত খাবার, যা শিশুর শরীরের জন্য উপকারী। শিশুর হৃদপিন্ড সচল রাখার পাশাপাশি মস্তিস্কের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সাহায্য করে ওটমিল। গবেষকরা মনে করেন, ওটমিল মস্তিস্ক সচল রাখতে সহায়তা করে এবং ভুলে যাওয়ার প্রবণতা কমায়।

-সংগৃহীত

ছড়া-কবিতা

অবিসংবাদিত বাঙালীর নেতা

মোহাম্মদ মাহবুব খান

আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে
১৯২০ সালের ১৭ মার্চে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিল এক খোকা
যার বাবার নাম শেখ লুৎফর রহমান
মায়ের নাম সায়রা খাতুন
হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী
বাংলার মাটি ও মানুষের হৃদয়ে
যে নামটি আজও অম্লান সে আমার নেতা শেখ মুজিব।।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান,
১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে আমার নেতা, শেখ মুজিব ছিলেন অগ্রণী
সেদিন ছিল না পাশে পাক সেনা বাহিনীর চৌকষ সেনা
ছিল শুধু সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মুক্তিসেনা।

১৯৭১ এর ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে তিনি শোনালেন
অমর কবিতাখানি, মুক্তির বাণী
এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম
এ জাতি কোনদিন ভাবেনি ঐ ভাষণ
হবে একদিন বিশ্বজয়ী, পাবে ইউনেস্কোর বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের স্বীকৃতি
অগ্নিঝরা ঐ ভাষণে তিনি হলেন সবার অবিসংবাদিত নেতা
তোমার ঐ ভাষণে আমি আজও খুঁজি মুক্তির দিশা
আমার এ কবিতাখানি হয়ত সকলেরই জানা
আজও তিনি অম্লান প্রতিটি বাঙালীর হৃদয়ে।।

ভালোবাসা

মোল্লা মোঃ রাশিদুল হক

উচ্ছল সকালের রংধনুটা হারিয়ে গেছে;
শুনেছি তাঁর মেঘপুচ্ছে ভালোবাসা লেগেছিলো।
পতন তো তাঁর অবশ্যম্ভাবী;
স্নেহের আর্দ্রতায় তাই সময় কেঁদেছিলো।

একঝাঁক জ্যোৎস্না জানতে চেয়েছিলো সে কোথায়?
তারাদের হাঁটে, নিঃশব্দতার মুগ্ধতায়;
কবিতারা উত্তর দিয়েছিলো;
ছন্দপতনের রাতে সুরের ইশারায়।

অমানিশা অপেক্ষায় থাকে পূর্ণিমার আর
একাকীত্বে ভালোবাসা পূর্ণতা পায়;
বিক্ষিপ্ত ভাবনায় শব্দের সাগরে উদাসীন কবি
এখনো ভবের হাঁটে মোহ খুজে বেড়ায় !

মৃত্যু কি কান পেতে শোনা যায়?
ভালোবাসা মরলে আগুন জলে?
ভেঙ্গে যাওয়া মনে অবিশ্বাসের বাজারে,
মুগ্ধতার পয়সা কি আবার চলে?

জেনেছি ভালোবাসা জীবনের চেয়েও বড়,
তাই কি সে রংধনুটা নিয়ে গেছে, এমনকি নিঝুম দ্বীপটাও?
অহেতুক ব্যস্ততা টা টিকে আছে,
পাছে হারিয়ে যায় স্বপ্নটাও !

(কবি অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন প্রবাসী এবং
চাঁদপুরের মতলবগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের
প্রাক্তন স্কাউট।)

দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০১.০১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তক উৎসব অনুষ্ঠিত।

০২.০১.২০১৯ ॥ বুধবার
– এসিআই মোটরস ও ব্র্যাক ব্যাংকের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

০৩.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
–একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন।

০৪.০১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– 'অনন্য সাহিত্য পুরস্কার-১৪২৫' পেলেন আকিমুন রহমান।

০৫.০১.২০১৯ ॥ শনিবার
– বিপিএল ষষ্ঠ আসরের খেলা শুরু।

০৭.০১.২০১৯ ॥ সোমবার
– ৪র্থ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা।
– মুখ দেখেই রোগ শনাক্ত করার প্রযুক্তি 'ডিপজেসটল্ট' নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ যুক্তরাজ্যের সাময়িকী নেচার মেডিসিনে প্রকাশিত হয়।
– জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (ইকোসোক) সংস্থা ও দ্যা গ্লোবাল ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি আসবে ৭.৫ শতাংশ।

০৮.০১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– অদম্য মেধাবীদের প্রথম আলো ট্রাস্টের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

০৯.০১.২০১৯ ॥ বুধবার
– রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে ২৪তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার উদ্বোধন করেন।

১০.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– জাতীয় জাদুঘরে ১৭তম 'ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব' শুরু।
– বাংলাদেশে ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় ফিলিপাইনের আরসিবিসি সান্তোস- দেগুইতোকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দিয়েছেন ফিলিপাইনের মাকাতির আঞ্চলিক আদালত।

১২.০১.২০১৯ ॥ শনিবার
– রাজধানীর কৃষিবিদ মিলনায়তনে 'বদ্বীপ পরিকল্পনা' ২১০০ এবং 'স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত।

১৪.০১.২০১৯ ॥ সোমবার
– প্রধানমন্ত্রী পাঁচ উপদেষ্টাকে পুনর্নিয়োগ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

১৮.০১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– বাংলাদেশ প্রিমিয়ার ফুটবল লিগ-২০১৯ শুরু।

২০.০১.২০১৯ ॥ রবিবার
– রেস্তোরাঁর মান নির্ধারণে প্রথমবারের মতো গ্রেডিং পদ্ধতি চালু করে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কৃর্তপক্ষ

২১.০১.২০১৯ ॥ সোমবার
– একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম মন্ত্রিসভা অনুষ্ঠিত।

২৪.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চার জন নারী অফিসারকে মেজর থেকে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

বিদেশের খবর...

০১.০১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন জাইর বোলসোনারো।
– বিশ্বজুড়ে জন্মগ্রহণ করে ৩ লাক্ষ ৯৫ হাজার৭২ জন শিশু।

০২.০১.২০১৯ ॥ বুধবার
– জার্মানির উত্তরাঞ্চলীয় উপকূলীয় শহর বিসমারে ঝ্যায় শহরের পোতাশ্রয় এলাকার সব সড়ক ও জনসমাগমস্থল পানির নিচে তলিয়ে যায়।

০৩.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
–চীনের পাঠানো চ্যাং-ই-৪ নামের মহাকাশযান প্রথমবারের মতো চাঁদের দূর-প্রান্তে অবস্থান করে।

০৭.০১.২০১৯ ॥ সোমবার
– বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম অকস্মিকভাবে পদত্যাগ করেন।

০৮.০১.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার
– ভারতের লোকসভায় 'নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২১৯' পাস।

০৯.০১.২০১৯ ॥ বুধবার
– কাতারে দুই দিনের শান্তি আলোচনা বসে আফগান প্রতিনিধি ও মার্কিন কর্মকর্তারা।

১০.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– সিরিয়া থেকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোটের সেনা প্রত্যাহার শুরু।

১২.০১.২০১৯ ॥ শনিবার
– অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ভারতের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া আর্ন্তজাতিক ক্রিকেটে ১০০তম জয় পায়।
– ভারতের ৫ম এবং বিশ্বের ১৩তম ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন মহেন্দ্র সিং ধোনী।

১৪.০১.২০১৯ ॥ সোমবার
– জার্জিয়ার প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত সিনেটর হিসেবে শপথ নেন শেখ রাহমান।

১৮.০১.২০১৯ ॥ শুক্রবার
– জাতিসংঘের ২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করেন অ্যান্তোনিও গুতেরেস।

২০.০১.২০১৯ ॥ রবিবার
– কলকাতায় শুরু হয় ৮ দিনব্যাপী ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব।

২৪.০১.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার
– পাহাং প্রদেশের সুলতান আব্দুল্লাহকে নতুন রাজা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে মালয়েশিয়া।

সংকলন: **মোঃ মশিউর রহমান**
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত

স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের আর্থিক সহায়তা

১ জানুয়ারি জাতীয় স্কাউট ভবনে স্কাউটিং এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড আর্থিক সহায়তার একটি চেক প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নিকট হস্তান্তর করেন। চেক হস্তান্তর করেন নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড এর সিইও ইঞ্জিনিয়ার এ এম খোরশেদ আলম। চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস সালাম খান, জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভগণ উপস্থিত ছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ান জাম্বুরীতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

গত ৪ - ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ সাউথ অস্ট্রেলিয়ার ব্যান্ড মটরসপার্ক, টাইলেম ব্যান্ড-এ ১০ দিনব্যাপি ২৫তম অস্ট্রেলিয়া স্কাউট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মহাদেশ এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকা হতে প্রায় ১০০০০ হাজার স্কাউট ও ২০০০ হাজার লিডার জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ১২৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি কন্টিনজেন্ট অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ টিমে ১১০ জন স্কাউট সদস্য, ১০ জন IST সদস্য এবং ৮ জন CMT সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। দশ দিনব্যাপি এই আয়োজনে স্কাউটদের জন্য ১৫০ টি একটিভিটি ছিল। জাম্বুরীর শেষ দিনে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট বাংলাদেশ ডে পালন

করে। বাংলাদেশ ডে তে ক্যাম্পের ক্যাম্প চিফ, অস্ট্রেলিয়া স্কাউট এসোসিয়েশনের প্রধান কমিশনার, আন্তর্জাতিক কমিশনারসহ বিভিন্ন ট্রুপ লিডাররা আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। এছাড়াও বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট 'ইন্টারন্যাশনাল নাইটে' মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা জন্যে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে সুনাম অর্জন করে। বাংলাদেশের স্কাউটসরা অস্ট্রেলিয়ার জাম্বুরীটি দারুনভাবে উপভোগ করে। জাম্বুরী শেষে বাংলাদেশ কন্টিনজেন্টের সকল সদস্য অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আসে এবং সেখানে সিডনির বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করে এবং ১৮ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে দেশে ফিরে আসে।

সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের ষান্মাসিক মূল্যায়ন

১২ জানুয়ারি ২০১৯ বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের ষান্মাসিক মূল্যায়ন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ্ কামাল। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের সকল জাতীয় উপ কমিশনার, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), সহকারি পরিচালক (সাধারণ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) এবং ১৩ টি অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক ও আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), আঞ্চলিক পরিচালক/ উপ-পরিচালক/সহকারি পরিচালক।

মূল্যায়ন কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১৩ টি অঞ্চলের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিভাগের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। মূল্যায়ন সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

১. বাংলাদেশ স্কাউটস থেকে এ পর্যন্ত অঞ্চলসমূহকে বৃক্ষ রোপন বাবদ কি পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ দ্বারা কি পরিমাণ বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে এবং তার মধ্যে কতটি বৃক্ষ বর্তমানে বেঁচে আছে এই বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ;

২. আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উক্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা এবং সৈয়দপুর উপজেলা স্কাউটস অংশগ্রহণ করবে;

৩. উক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

৪. আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ কক্সবাজার সীবিচে বীচ ক্লিনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। উক্ত কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস কক্সবাজার জেলা এবং কক্সবাজার নৌ জেলা অংশগ্রহণ করবে।

বীচ ক্লিনিং কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ কামাল, সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

৫ম ঢাকা মেট্রোপলিটন কাব ক্যাম্পুরী

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ২৪-২৮ জানুয়ারি ২০১৯ আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় ৫ম ঢাকা মেট্রোপলিটন কাব ক্যাম্পুরী। ক্যাম্পুরীর থিম ছিল "বদলে দাও পৃথিবী"। এই কাব ক্যাম্পুরীর বিশেষত্ব হচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন সেই স্বনামধন্য বিদ্যালয়ে এবারের ঢাকা মেট্রোপলিটন কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার ১৫৯টি ইউনিট ৫ম ঢাকা মেট্রোপলিটন কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে গার্ল ইন কাব ইউনিটের সংখ্যা ৩০টি। মোট কাব স্কাউট (৭৭৪+১৮০)=৯৫৪ জন, ইউনিট লিডার ১৫৯ জন, কর্মকর্তা ৬০ জন, সেচ্ছাসেবক ৫৩ জন এবং সাপোর্ট স্টাফ ৩১ জনসহ সর্বমোট ১২৫৭ জন নিয়ে ৫ম ঢাকামেট্রোপলিন কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়।

আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এর মাঠে সাব ক্যাম্পভিত্তিক তাঁবুতে ইউনিট, সেচ্ছাসেবক ও সাব ক্যাম্পের কর্মকর্তাগণ অবস্থান করেন। এবারের ক্যাম্পুরীতে মোট ০৪টি সাব ক্যাম্প ছিল- লালবাগ কেল্লা সাব ক্যাম্প,আহসান মঞ্জিল সাব ক্যাম্প, বাহাদুরশাহ পার্ক সাব ক্যাম্প এবং রায়ের বাজার বধ্যভূমি সাব ক্যাম্প। অংশগ্রহণকারী ইউনিটসমূহকে কেন্দ্রিয়ভাবে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়। ইউনিটের সদস্যগণ খাবার সংগ্রহ করে নিজ তাঁবুতে আহার করে। ক্যাম্পুরী চলাকালীন প্রতিদিন সকালের নাস্তা, বিকালে নাস্তা, দুপুর ও রাতের খাবার সরবরাহ করা হয়।

৫ম ঢাকা মেট্রোপলিটন কাব ক্যাম্পুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ২৪ জানুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন, সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুনশী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং জাতীয় কমিশনার (মেম্বারশীপ রেজিস্ট্রেশন), বাংলাদেশ স্কাউটস; বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর হাছিবুর রহমান, অধ্যক্ষ, আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন এর সভাপতি ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান।

এই ক্যাম্পুরীতে চ্যালেঞ্জগুলোকে মোট তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। (১) অংশগ্রহণমূলক (২) প্রতিযোগিতামূলক (৩) কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান। অংশগ্রহণমূলক চ্যালেঞ্জগুলো হলো-তাঁবু কলা, কাব অভিযান, কাব কার্ণিভাল, ডিসপ্লে, বিপি পিটি, তাঁবু জলসা এবং প্যাক মিটিং। প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে ছিল সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, মৌখিক সংবাদ প্রেরণ প্রতিযোগিতা এবং মডেল তৈরি। কেন্দ্রিয় অনুষ্ঠানের মধ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, মহাতাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠান। কাব অভিযান শেষে অংশগ্রহণকারী ইউনিটসমূহ ঢাকার ঐতিহ্যবাহী লালবাগ কেল্লা পরিদর্শন এবং লাইট এন্ড সাউন্ড শো উপভোগ করে।

২৫ জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস এর শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের জন্য আয়োজন করা হয় শাপলা কাব রি-ইউনিয়ন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল-ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: বেনজীর আহম্মদ, জেলা শিক্ষা অফিসার, ঢাকা ও সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন।

২৭ জানুয়ারি ২০১৯ গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় কাব কার্ণিভাল। কাব কার্ণিভালে উপস্থিত ছিলেন জনাব সোহেল আহমেদ, মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, কথা সাহিত্যিক জনাব আনিসুল হক, সম্পাদক, কিশোর আলো, জনাব আনজীর লিটন, পরিচালক, শিশু একাডেমী এবং জনাব আলেয়া ফেরদৌসী শিখা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, ঢাকা।

মহাতাঁবু জলসার অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জানুয়ারি ২০১৯। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুহম্মদ জাফর ইকবাল, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু ছালেহ মোহাম্মদ ফেরদৌস খান, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা। প্রধান অতিথি অগ্নি প্রজ্জলনের মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। আগত অতিথিবৃন্দ ছোট্ট সোনামনি কাব স্কাউটদের সাথে আনন্দে মেতে ওঠেন। সাবক্যাম্পভিত্তিক বাছাইকৃত ইউনিটসমূহ তাদের উপস্থাপনা পরিবেশন করে। বর্ণিল আতসবাজির আলোক ঝর্ণার মাধ্যমে মহাতাঁবু জলসার সমাপ্তি ঘটে।

২৮ জানুয়ারি ২০১৯ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ফৌজিয়া রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), ঢাকা ও সভাপতি, ক্যাম্পুরী সাংগঠনিক কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাম্পুরীর সমাপনী ঘোষণা করেন।

■ সংবাদ প্রেরক: মো: শর্মিলা দাস
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

মেলান্দহে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, মেলান্দহ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৫২তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স উপজেলা সম্মেলন কক্ষ, মেলান্দহে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৪১ জন প্রশিক্ষণার্থী ৫টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার মো: হামজার রহমান শামীম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস মেলান্দহ উপজেলা জনাব তামিম আল ইয়ামীন উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস মেলান্দহ উপজেলা স্কাউটার মো: আতিকুর রহমান ভুট্টু। প্রধান অতিথি বলেন, "একটি সুশৃংখল জাতি তৈরিতে স্কাউট আন্দোলন বলিষ্ট ভুমিকা রাখতে পারে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের তৈরি করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রণী ভুমিকা রাখতে হবে"। কোর্সে মতবিনিময় করেন কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস মেলান্দহ উপজেলা মো: কিসমত পাশা এবং দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন এর জেলা প্রতিনিধি ও আঞ্চলিক উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) মো: আনোয়ার হোসেন।

কোর্সের উদ্দেশ্য, স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভুমি, আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম এবং প্যাক ও ট্রুপ মিটিং সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের পত্নী আঞ্জুমান আরা এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস মেলান্দহ উপজেলা জনাব তামিম আল ইয়ামীন কর্তৃক অংশগ্রহণকারীগণকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। কোর্স লিডার কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সরিষাবাড়ীতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সরিষাবাড়ী উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৫৪তম এবং ৫৫তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কক্ষ, সরিষাবাড়ী,জামালপুরে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ১১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ১০টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সরিষাবাড়ী উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, সরিষাবাড়ী উপজেলা জনাব মো: সাইফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, সরিষাবাড়ী উপজেলা স্কাউটার মো: ইসমাইল হোসেন।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স লিডার মো: হামজার রহমান শামীম। স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভুমি নিয়ে স্কাউটার মো: জামাল উদ্দিন আকন্দ, স্কাউটের মৌলিক বিষয় কোর্স লিডার স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার পরেশ চন্দ্র বর্মন, বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার শেফালী খাতুন এবং প্যাক ও ট্রুপ মিটিং নিয়ে স্কাউটার শাহিদা আবেদীন ও নাজমুন নাহার আলোচনা করেন। সর্বশেষে সমাপনী অনুষ্ঠানে কোর্স লিডার ও স্টাফগণ কর্তৃক অংশগ্রহণকারীগণকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ঝিনাইগাতীতে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, ময়মনসিংহ অঞ্চল এর পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, ঝিনাইগাতী উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ৫৩তম স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, ঝিনাইগাতীতে অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী ৫টি উপদলে ভাগ হয়ে অংশগ্রহণ করেন। বাঘ, সিংহ, হাতি,হরিণ এবং ঘোড়া নামে উপদলের নামকরণ করা হয়।

কোর্সের উদ্বোধন অনষ্ঠানে কোর্স লিডার স্বপন কুমার দাস এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে মেলান্দহ উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঝিনাইগাতী উপজেলা জনাব রুবেল মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঝিনাইগাতী উপজেলা স্কাউটার মো: হারুন অর রশীদ। কোর্সে মতবিনিময় করেন কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঝিনাইগাতী উপজেলা।

প্রথমে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন কোর্স লিডার স্বপন কুমার দাস। স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভুমি নিয়ে স্কাউটার মো: হামজার রহমান শামীম, স্কাউটের মৌলিক বিষয় কোর্স লিডার, আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে স্কাউটার মো: জামাল উদ্দিন আকন্দ,বিভিন্ন শাখার প্রোগ্রাম নিয়ে স্কাউটার কিরন চন্দ্র বর্মন এবং প্যাক, ট্রুপ, ক্রু মিটিং নিয়ে স্কাউটার আবুল হোসেন খান আলোচনা করেন।

■ খবর প্রেরক: মো: হামজার রহমান শামীম
সহকারী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা

চট্রগ্রামে স্কাউটদের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ১৩ ডিসেম্বর,২০১৮ সিআরবি শিরীষ তলায় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব প্রফেসর শওকত আলম । তিনি বলেন প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট দলের মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম হাতে নেয়া যায় । তিনি বিদ্যালয়ের স্কাউট দলের সদস্যদের সাথে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়, নিজ গৃহ এবং নিজ এলাকার রাস্তাঘাটে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা না হয় সে বিষয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্ঠি করার আহ্বান জানান। বিশেষ অতিথি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আজিজ উদ্দিন বলেন, স্কাউটিং হচ্ছে সমাজ সেবামূলক আন্দোলন। তিনি স্কাউটের সাথে জড়িত সকলকে স্কাউট এর মূলমন্ত্র নিয়ে কাজ করার মধ্যে দিয়ে সমাজ সেবামূলক আন্দোলনে আরো বেশি ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। সভার সভাপতি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর উপ পরিচালক জনাব মোঃ সুলতান মিঞা বলেন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন দুর্যোগকালে স্কাউটরা এগিয়ে আসে। স্কাউটদের এ ধরণের কার্যক্রমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম-নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশ স্কাউটস, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) ও চেম্বার অব কর্মাস, চট্টগ্রাম এর পরিচালক জনাব অহীদ সিরাজ চৌধুরী স্বপন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (বিধি) জনাব শরফুদ্দীন আহমদ চৌধুরী রাজু। আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী,এলটি এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্কাউটদের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্যে রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ আ ফ ম আতাউর রহমান, জনাব এস এম ফারুখ উদ্দিন, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) শেখ মোঃ মাহমুদ, আঞ্চলিক পরিচালক জনাব রতন কুমার চাকমা, জনাব ম মাইন উদ্দিন তালুকদার জনাব ছালেহা বেগম, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার জেলা কমিশনার জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন তালুকদার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার জেলা সম্পাদক জনাব সামছুল ইসলাম। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ও চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে স্কাউট লিডারসহ ২ শতাধিক স্কাউট ও গার্ল ইন স্কাউট অংশগ্রহণ করেন।

■ সংবাদ প্রেরক: মো: জাকির হোসেন
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস চট্টগ্রাম অঞ্চল

সিরাজগঞ্জ সেবা মুক্ত স্কাউট দলের বার্ষিক তাবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

সিরাজগঞ্জ ঐতিহ্যবাহী সেবা মুক্ত স্কাউট দলের বার্ষিক তাবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠান গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ সিরাজগঞ্জ ক্রস বার -৩ এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বার্ষিক তাবু বাস ও দীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর উপ -বিভাগীয় প্রোকৌশলী মো: রফিকুল ইসলাম (প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত), আরো উপস্থিত ছিলেন সেবা মুক্ত স্কাউট দলের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এম এম কামরুল হাসান, (প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত), সেবা মুক্ত স্কাউট দলের ইউনিট লিডার ও সিরাজগঞ্জ গাজী টেলিভিশন এর জেলা প্রতিনিধি মো: আমিনুল ইসলাম, অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দলের সম্পাদক ও ইউনিট লিডার হোসেন আলী ছোট্ট, সেবা মুক্ত স্কাউট দলের ইউনিট লিডার মো: ইমন আলী। দিনব্যাপী স্কাউট সদস্যরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এ অংশগ্রহণ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্কাউট আন্দোলন এর ইতিহাস, পাইয়োনিয়ারিং, দড়ির কাজ, বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা, হাইকিং। বিকাল ৪:০০ টায় ১৬ জন নবাগত স্কাউট সদস্যদের প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে দীক্ষা প্রদান করে বাংলাদেশ স্কাউটস এর তথা বিশ্ব স্কাউটস এর সদস্য করা হয়। দীক্ষা প্রদান প্রদান করেন অত্র ইউনিট এর ইউনিট লিডার মো: ইমন আলী। দীক্ষা শেষে ক্যাম্প ফায়ার এর মাধ্যমে তাবু জলসার মধ্য দিয়ে ক্যাম্পের সমাপ্তি ঘটে।

■ খবর প্রেরক: মো: ইমন আলী
সিরাজগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি

বিপি'র বাণী

"পৃথিবীটাকে যেমন পেয়েছ তার থেকে সুন্দর করে রেখে যেতে চেষ্টা কর"

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সৈয়দপুর রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে প্রধান অতিথি হিসেবে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় অংশ নেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ এনামুর রহমান। এ সময় তিনি প্লাটফরম ঝাড়ু দিয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উদ্বোধন করেন। এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ কামাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নীলফামারী জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, নীলফামারী জেলা ও জেলা রোভার জনাব নাজিয়া শিরিন, নীলফামারী পৌর মেয়র দেওয়ান কামাল আহমেদ, সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বিভাগীয় ব্যবস্থাপক (ডিএস) কুদরত-ই-খোদা, রেলওয়ে জেলা পুলিশ সুপার তানজিলুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবিএম আতিকুর রহমান, নীলফামারী জেলা পরিষদের সদস্য ইসরাত জাহান পল্লবী, সৈয়দপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলসহ রেলওয়ে কারখানার কর্মকর্তা কর্মচারীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দপুর উপজেলা শাখা ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলা আয়োজনে এ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী পালন করা হয়। পরে প্রতিমন্ত্রী নীলফামারীর উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখানে তিনি কয়েক হাজার অসহায় মানুষকে ত্রাণ বিতরণ করেন। ত্রাণের মধ্যে ছিল একটি করে কম্বল, চাল, চিড়া, ডাল, চিনি, সোয়াবিন তেল, মুড়ি, লবণ, দিয়াশালাই ও মোমবাতি।

রংপুর বিভাগে অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল প্রশিক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা

গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনা ও অর্থায়নে রংপুর বিভাগে অনলাইন স্কাউট ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সঠিক সদস্যদের পরিসংখ্যান এর উদ্দেশ্যে অনলাইন ডাটাবেজ ও সার্ভিস পোর্টাল কার্যক্রম। এরই ধারাবাহিকতায় নীলফামারি সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজে সকাল ১০ টায় উক্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের যুগ্ম সম্পাদক খান মইনুদ্দীন আল মাহমুদ সোহেল। মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর আইসিটি টাস্কফোর্সের সদস্য ও আমরা স্কাউট গ্রুপের রোভার লিডার মোঃ হাবিবুর রহমান সিকদার। মৌচাক ওপেন স্কাউট গ্রুপের রোভার লিডার আওলাদ মারুফ। আরও উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি কাজী জাকিউল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জেলা রোভারের সম্পাদক তৌহিদুল ইসলামসহ রংপুর বিভাগের সকল জেলার প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ।

■ খবর প্রেরক: মো. আবু হাসনাত
অগ্রদূত সংবাদদাতা
রংপুর জেলা

রোভারিং এর শতবর্ষঃ কুমিল্লায় প্রতিভা অন্বেষণ

রোভারিং এর শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস্, রোভার অঞ্চল ও কুমিল্লা জেলা রোভারের সার্বিক সহযোগিতায় আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লাতে চট্রগ্রাম বিভাগীয় পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লা জেলা রোভারের যুগ্ম-সম্পাদক অধ্যক্ষ মো. মহিউদ্দিন লিটন এর পরিচালনায় আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুমিল্লা জেলা রোভারের কমিশনার ও কুমিল্লা কুমিল্লা অজিত গুহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ হাসান ইমাম মজুমদার। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, "রোভারিং হচ্ছে এমন একটি প্লাটফর্ম যেখানে অন্যকে সেবা দেওয়ার মাধ্যমে নিজেকে চেনা যায়। আমাদের রোভাররা দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা ও পাশাপাশি নিজেকে ডিজিটাল বাংলাদেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিভা বিকাশের প্রত্যেকটি অবস্থানে নিজেদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এগিয়ে যাচ্ছে"। চট্রগ্রাম বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি মো. আক্তারুজ্জামান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা জেলা রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক মো: আবু তাহের, বাংলাদেশ স্কাউটস্, কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ফারুক আহমেদ, কুমিল্লা জেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষক শিল্পী একরামুল হক। দিনব্যাপী প্রতিযোগীতার বিষয়গুলো ছিল দেশাত্ববোধক গান, আঞ্চলিক গান, স্কাউট গান, একক অভিনয়, সাধারণ নৃত্য, উপস্থিত বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, কেরাম, দাবা ও সাতাঁর । প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতায় চট্রগ্রাম বিভাগের কুমিল্লা, নোয়াখালী, চাঁদপুর, চট্রগ্রামসহ অন্যান্য জেলার ৭৩ জন রোভার ও গার্ল-ইন রোভার অংশগ্রহণ করেন।

দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের বার্ষিক ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ২০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে। বিশ্বাসী, বন্ধু, বিনয়ী ও সদয় এ চারটি উপদলের সদস্যদের দীক্ষা প্রদান করা হয়। দীক্ষা প্রদান করেন রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক জনাব মহসিন আলী এবং সহকারি আর এসএসএল জনাব ফেরদৌসী আক্তার। দীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতি প্রকৌশলী জনাব আবদুল হান্নান খান; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাধ্যক্ষ খ. ম রওশন হাবিব; জনাব মো: জিয়াউল হুদা(হিমেল), জাতীয় উপ কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস, এম এম কামরুল হাসান, প্রেসিডন্ট'স রোভার স্কাউট। জনাব মো: আল আমিন, প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট, জসাব মো: আনোয়ার হোসেন, সহকারি পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলা। এছাড়াও দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মো: আসলাম হোসেন, আরএসএল, জনাব মো: হোসেন আলী ছোট্ট, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও ইউনিট লিডার অন্বেষণ মুক্ত স্কাউট দল, সিরাজগঞ্জ। ।

■ খবর প্রেরকঃ মো: হোসেন আলী ছোট্ট
অগ্রদূত প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ জেলা

গ্রুপ ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

সিলেট মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ এর দুই দিনব্যাপী বার্ষিক গ্রুপ ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গত ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ শহরতলীর পিরেরবাজারে ক্যাম্প এর কার্যক্রম শুরু হয়। নবাগত রোভার স্কাউটরা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, আত্মশুদ্ধি, আনন্দ ভ্রমণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেন এই ক্যাম্প। ১১ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিলেট মুক্ত গার্ল ইন রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি ও বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ ডা. মোস্তফা শাহজামান চৌধুরী বাহার। উপস্থিত ছিলেন সিলেট মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ ক ইউনিট এর সভাপতি জহির উদ্দিন আমিন, সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট জেলা রোভার ও আঞ্চলিক উপ কমিশনার বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল মো. মবশ্বির আলী, সিলেট মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ খ ইউনিটের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, তোফায়েল আহমদ তুহিন সম্পাদক সিলেট মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, আর এস এল সিলেট মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ গালিব রহমান, সেলিনা আক্তার, সাবেক সিনিয়র রোভারমেট সিলেট মুক্ত গার্ল ইন রোভার স্কাউট গ্রুপ, বিভাগীয় সিনিয়র রোভারমেট প্রতিনিধি হাফিজুর রহমান রাহাদ, সিনিয়র রোভার মেট মো. নাজমুল নাবিল, জোবায়ের আহমেদ এবং দলের অন্যান্য রোভার সদস্যরা।

চোখের রোগের চিকিৎসায় রোভারদের স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব

চোখের রোগে আক্রান্ত অন্তত ৫ হাজার রোগীর সপ্তাহব্যাপী চিকিৎসার জন্য আর্ন্তজাতিক মানের ফ্রি চক্ষুশিবিরের উদ্বোধন হয় ১৬ নভেম্বর ২০১৮। বিশ্বখ্যাত ও চিকিৎসায় অনন্য দৃষ্টন্ত স্থাপনকারী আন্তর্জাতিক সেবাসংস্থা আল-বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ও সংস্থা পরিচালিত আল-নূর চক্ষু হাসপাতালের উদ্যোগে মকবুলার রহমান ডায়াবেটিক হাসপাতাল মিঠাপুকুর, পঞ্চগড় এ উক্ত ফ্রি চক্ষুশিবির অনুষ্ঠিত হয়।

চোখের সেবা দিতে ঢাকাস্থ আল-নূর চক্ষু হাসপাতালের একটি বিশেষ চিকিৎসক দল ও পঞ্চগড় জেলা রোভার, গার্ল ইন রোভার সকাল থেকেই চক্ষুশিবিরে উপস্থিত থাকেন। বিনামূল্যে সেবা নিতে-আসা রোগীদের মধ্য থেকে আসা ছয় শতাধিক রোগীর ছানি অপারেশন ও লেন্স স্থাপনের জন্য বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত রোগীদের ধারাবাহিকভাবে মকবুলার রহমান ডায়াবেটিক হাসপাতাল মিঠাপুকুর, পঞ্চগড় এ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করা হবে। অন্যদের তাৎক্ষণিকভাবে বিনামূল্যে ঔষধ, চশমা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়। উদ্বোধনের দিন চোখের অপারেশনের জন্য যেসব রোগীদের নির্বাচন করা হয় তাদের সকলকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অপারেশন ও লেন্স স্থাপনের পাশাপাশি ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। চক্ষুশিবিরের রোগী বাছাইয়ের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় জেলা ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, পঞ্চগড় জেলা রোভার। এছাড়াও পঞ্চগড় জেলা রোভারের সম্পাদক মোঃ এমদাদুল হক ও উপস্থিত থেকে কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আল-বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অঞ্চলের মহাপরিচালক ড. আহমেদ তাহির আল-মিম্বারি, মেডিকেল ডাইরেক্টার ডা. মো: আবু সাইদ ও এইচ. আর. ম্যানেজার নুরুজ্জামান খোশনাবীশ।

উল্লেখ্য, সৌদি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আল-বাশার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ ৪০টি দেশে অন্ধত্ব নিবারণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সংস্থাটি। এর জন্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের আরও দুটি জেলায় মোট চারটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশেই সংস্থাটির হাসপাতাল এ "ফ্রি চক্ষুশিবির" এবং স্কুলগামী শিশুদের "ফ্রি চক্ষুসেবা" প্রকল্প থেকে চিকিৎসা গ্রহণকারীদের সংখ্যা ত্রিশ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। অন্ধত্ববরণের মূল কারণসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও চক্ষু ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ যাতে সর্বোচ্চ ও সর্বোন্নত চিকিৎসার আওতায় এসে তাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় সে লক্ষ্যেই সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে সংস্থাটি।

■ সংবাদদাতাঃ মোঃ সোহাগ রানা রাজ
পঞ্চগড় জেলা রোভার, পঞ্চগড়।

নতুন সিনিয়র রোভারমেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) রোভার স্কাউট গ্রুপের নতুন সিনিয়র রোভারমেট নির্বাচিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এ পদে পাঁচ জনের নাম ঘোষণা করা হয়।

২০১৮-২০১৯ মেট কাউন্সিলের সিনিয়র রোভারমেট হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঁচজন রোভার হলেন- ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল আলম খান, আরবি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ লিয়ন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কাজী মাসুদ আল হাসান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আব্দুস সালাম এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রাবিয়া আক্তার। এছাড়া বর্ষসেরা রোভার নির্বাচিত হয়েছেন ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল আলম খান। অনুষ্ঠানে রোভারমেট হিসেবে ১৯ জন রোভারকে মনোনীত করা হয়েছে। আগামী ১ বছর সংগঠনের সকল কার্যক্রম নির্বাহ করবে এই কাউন্সিল।

প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ বাংলাদেশ স্কাউটসের একটি অন্যতম গ্রুপ। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ২১ জন রোভার প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এই গ্রুপ থেকে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সময় বিদায়ী কাউন্সিল এবং নতুন কাউন্সিলের মধ্যে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্ট হয়।

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

রোভার লিডার অ্যাডভান্স কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ১৭-২২ জানুয়ারি ২০১৯ রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুরে ৮১তম রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ২৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার প্রফেসর মোঃ সায়েদুর রহমান। কোর্স বাস্তবায়নে কোর্স লিডারকে সহায়তা করেন স্কাউটার মোঃ আবু তাহের মিয়া, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ জেলা, স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, সহকারী শিক্ষক (অবঃ), সিটি কলেজিয়েট স্কুল, ময়মনসিংহ; স্কাউটার মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস টাঙ্গাইল জেলা; স্কাউটার বিপ্লব কেতন চ্যাটার্জী, সহকারী শিক্ষক, সরকারি জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, সুনামগঞ্জ; স্কাউটার মোঃ রায়হান উবায়দুল্লাহ, সহকারী প্রধান, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা; স্কাউটার সুকুমার বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, রাজবাড়ী; সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী, স্কাউটার মাহবুবা ইয়াছমিন, সহকারী শিক্ষক, ধোপাকান্দি আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালপুর, টাঙ্গাইল; স্কাউটার মোঃ সৈকত হোসেন, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রংপুর জোন। বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান কোর্সটি পরিদর্শন করেন। এছাড়া বাংলাদেশ স্কাউটার জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন), জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), জাতীয় কমিশনার (এক্সটেনশন স্কাউটিং), জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), নির্বাহী পরিচালক এবং বাংলাদেশে স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কোর্সটি পরিদর্শন করেন।

■ স্কাউটার কে. এম ইউসুফ আলী লিপন
উডব্যাজার,

আলোকিত আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা ক্যাম্প

বিগত ৯ থেকে ১১ জানুয়ারি, ২০১৯ বাংলাদেশ স্কাউটস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের আলোকিত আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপের ৪র্থ দীক্ষা ক্যাম্প-২০১৯ বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। ০৯ জানুয়ারি জেলা রোভারের অস্থায়ী কার্যালয়ে দীক্ষা ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন গ্রুপের সভাপতি এবং জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ শরিফ জসীম, পরে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে অংশগ্রহণ করে। ১০ জানুয়ারি রাতে সহচর পর্যায়ের ১০ জন রোভারকে আত্মশুদ্ধি করানো হয়। ১১ জানুয়ারি সকালে বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। উক্ত ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সায়েদুর রহমান, সহযোজিত সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার, জনাব দীপু রোভার লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস নারায়ণগঞ্জ জেলা রোভার, কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ সাদ্দাম হোসেন, আরএসএর জনাব ফুলনাহার বেগম, আলোকিত আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ। ক্যাম্প পরিচালনা ও দীক্ষা প্রদান করেন জনাব মোঃ লিমন মিয়া, সম্পাদক, আলোকিত আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ ও সহকারী কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভার।

■ খবর প্রেরক: মো. লিমন মিয়া
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রতিনিধি,
মাসিক অগ্রদূত পত্রিকা, বাংলাদেশ স্কাউটস।

ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্কাউটস, মৌলভীবাজার জেলা রোভারের কুলাউড়া মুক্ত স্কাউট গ্রুপের ডে-ক্যাম্প ও দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ১২ জানুয়ারি, ২০১৯ কুলাউড়া গাজীপুর ইস্পানী মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবাগত সদস্যদের দীক্ষা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কাউটের সদস্য ব্যাজ প্রদান করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও গ্রুপের উপদেষ্টা আ.স.ম কামরুল ইসলাম, অনলাইন গণমাধ্যম ২৪টুডেনিউজের সম্পাদক ও প্রকাশক আফাজুর রহমান চৌধুরী ফাহাদ, কাতার ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম মামুন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুমন আহমদ, গ্রুপের সহ সভাপতি সাংবাদিক সুমন আহমদ, অনলাইন জার্নালিস্ট সোস্যাল সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আহমদ ইমন, গ্রুপের কোষাধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান সুজন প্রমুখ। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গ্রুপের সহকারি ইউনিট লিডার জয়নাল আবেদীন, সাইদুর রহমান, গ্রুপের গালর্স স্কাউটের ইউনিট লিডার আজিজা ইসলাম কেয়া ও পি এস মো. তানজিম আহমদ প্রমুখ। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে স্কাউট আন্দোলনের মূলনীতি ও ইতিহাস, স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন, ব্যাজ, ক্রু মিটিং, ইত্যাদি বিষয়ের উপর সেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কুলাউড়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও গ্রুপের উপদেষ্টা আ.স.ম কামরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। একজন দক্ষ মানুষ হিসেবে গড়তে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজ দীক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্কাউট সদস্য হিসেবে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনে পদার্পন করেছে। যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আত্মউন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন সর্বোপরি দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে সবাইকে কাজ করে যেতে হবে।

■ খবর প্রেরক: ইউসুফ আহমদ ইমন
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮ মহান বিজয় দিবস-২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত শিশু-কিশোরদের কুচকাওয়াজ এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম জেলা নৌ স্কাউটসের নৌ স্কাউট, গার্ল-ইন-নৌ স্কাউট, নৌরোভার, গাল-ইন নৌরোভার ও লিডারসহ সর্বমোট ১৩০জন অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১টি গার্ল-ইন নৌ রোভার দল, ১টি নৌ স্কাউটদল এবং ১টি গার্লস-ইন নৌ স্কাউটদলসহ ৩টি দল অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী বিশেষ দল হিসেবে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক তিনটি শাখায় চট্টগ্রাম জেলা নৌস্কাউটসকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন। বিজয় দিবস প্যারেডে ২জন নৌরোভার অতিথিবৃন্দকে গার্ড অব অনার প্রদানসহ পাইলটের দায়িত্ব পালন করে।

■ খবর প্রেরক ঃ মোহাম্মদ মাহবুব খান,
উডব্যাজার
নৌরোভার স্কাউট লিডার

আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নৌস্কাউটসের আঞ্চলিক নির্বাহী কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভা ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ রোজ বুধবার নৌসদর দপ্তরের জুপিটার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও কমিশনার নৌআঞ্চলিক স্কাউটস রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় আলোচ্যসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলঃ বিগত সভার সিদ্ধান্ত সমূহের অগ্রগতি, অঞ্চল ও জেলা নৌস্কাউটস কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রোগ্রাম উপস্থাপন, নৌস্কাউটসের সকল অফিসে জনবল বৃদ্ধিকরণ, ইউনিট সমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট লিডার নিয়োগসহ দায়িত্ব অর্পনের সনদপত্র প্রদান, জেলা নৌস্কাউটসের জন্য বার্ষিক বৃদ্ধিকরণ, ৪নং পোষাকের পরিবর্তে কমব্যাট পোষাকসহ নবাগত নৌস্কাউটদেরকে দ্রুততম সময় পোষাক প্রদান, শাপলা এবং পিএস অ্যাওয়ার্ড প্রশিক্ষার্থীদের সাঁতারের জন্য

স্থায়ীভাবে সময় নির্ধারণ, জেলা নৌস্কাউটসের জন্য তাঁবু ও পূর্ণ ড্রাম সেট সরবরাহ, জেলা নৌস্কাউটস অফিসে কম্পিউটার/ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রদান এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে লিডারদের অ্যাওয়ার্ড প্রদানসহ বিবিধ বিষয়। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক সচিব ইঃ কমান্ডার এ এইচ এম এম রহমান, নৌ আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ আকতারুজ্জামান এলটি এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম) মশিউর রহমান এএলটি। এছাড়াও উক্ত সভায় নৌ অঞ্চলের সকল জেলার জেলা সচিব, জেলা নৌ স্কাউট লিডার, জেলা নৌরোভার স্কাউট লিডার, এবং কাব স্কাউট লিডারসহ মোট ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) ও নৌ আঞ্চলিক কমিশনার বলেন, স্কাউটিং একটি সামাজিক আন্দোলন। স্কাউটিং এর মর্ম অনুধাবন করে সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রচার ও প্রসার ঘটানো এবং তরুণ, যুব সমাজকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেতনাতমূলক কার্যক্রম যেমন গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি অপচয়রোধ, স্বাস্থ্য সচেতননতামূলক কজে অংশগ্রহণ করা। তিনি স্কাউটের গঠনতন্ত্রসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে সৃজনশীল, গঠনমূলক ও নতুন আঙ্গিকে কর্মসূচী প্রণয়নে জেলা কমিশনারবৃন্দকে আহ্বান জানান। এছাড়াও তিনি সকল জেলা কমিশনার, জেলা সচিব এবং স্কাউট লিডারদের স্কাউটের (কাব, স্কাউট, রোভার) সংখ্যা ৫ হাজারে উন্নতি করার আহ্বান জানান। তিনি স্কাউটের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে শ্রেষ্ঠ জেলা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা কমিশনার ও জেলা লিডারকে সম্মাননা প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা প্রদান করেন। পরিশেষে সভায় নৌস্কাউটসের প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন বিষয়ে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

কোশিকী কুন্তলা
গার্ল ইন কাব স্কাউট, রাঙ্গামাটি ওপেন স্কাউট গ্রুপ

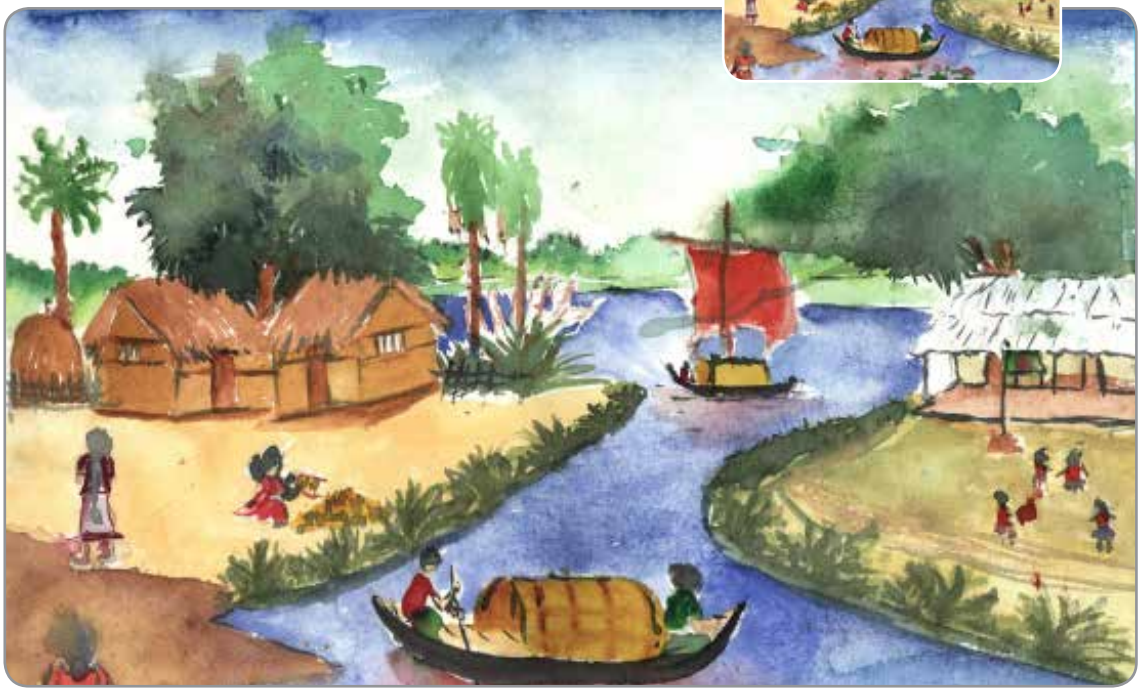

কোশিকী কুন্তলা
গার্ল ইন কাব স্কাউট, রাঙ্গামাটি ওপেন স্কাউট গ্রুপ

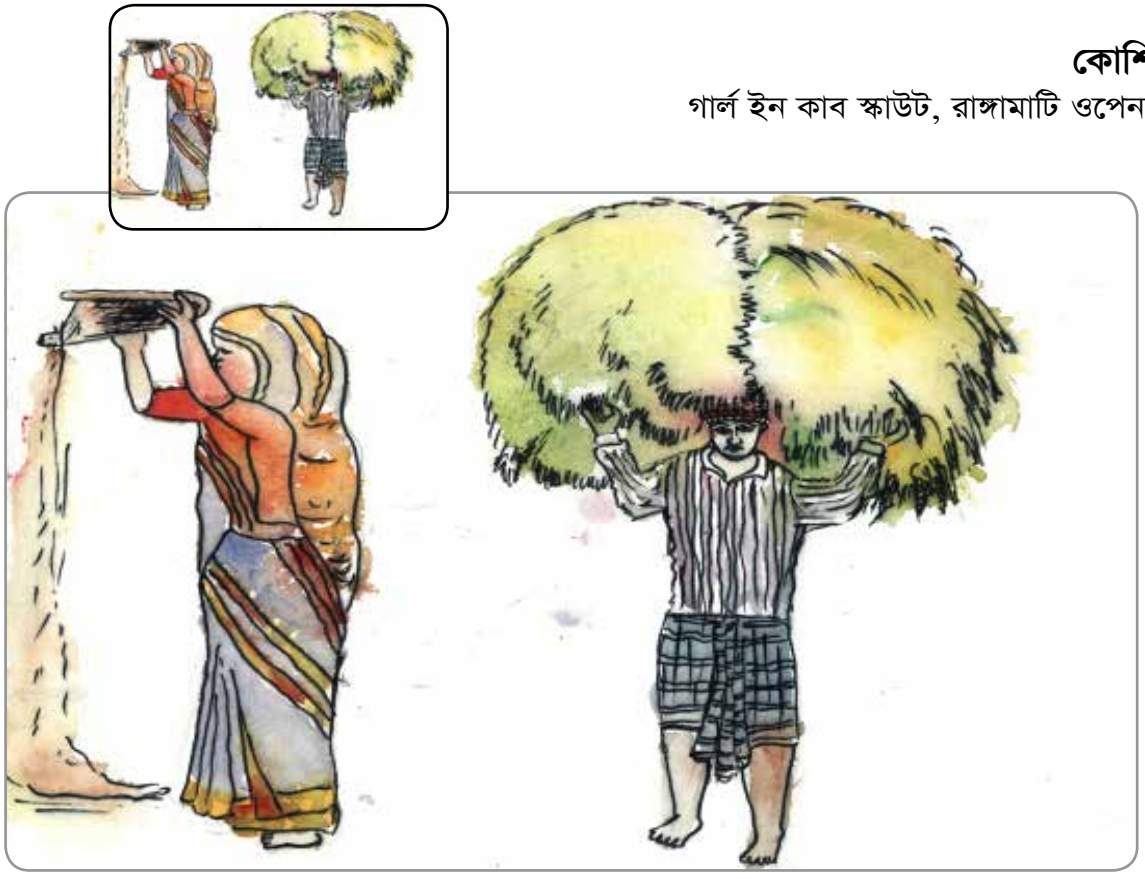

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 01, January 2019

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Sarwar Mohammad Shahriar, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578